



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০১ ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা

টপিক ০২: ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্যাবলী

টপিক ০৩: ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা পরিমাপ

টপিক ০৪: পেপার-পেন্সিল অভীক্ষা

টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: **ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

"ব্যক্তিত্ব" একটি অতি পরিচিত শব্দ। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত 'ব্যক্তিত্ব' কথাটি ব্যবহার করি। কোনো ব্যক্তি যদি তার কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে আমাদের চিন্তা-চেতনার উপর গভীর রেখাপাত করে, তবে আমরা তাকে ভালো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে মনে করি। ব্যক্তিত্ব কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Personality' ল্যাটিন শব্দ 'Persona' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাচীন রোমে অভিনেতাগণ যে মুখোশ পরে অভিনয় করত সেই মুখোশকে Persona বলা হতো। Persona-এর এ অর্থে ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির বাহ্যিক রূপ বা প্রতীয়মান রূপ বোঝায়।

ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাভাবিক ভাব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

গর্ডোন আলপোর্ট (Gordon Allport) বলেন, "ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়াসমূহের এক গতিময় সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অনবদ্য অভিযোজন নির্ধারণ করে।"

(Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. উৎস: Personality; Henry Holt and Company; 1937; P. 48.)

ওয়াল্টার মিশেল (Walter Mischel) বলেন, “ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় আচরণের (চিন্তন ও আবেগসহ) পার্থক্যসূচক ধরন নিয়ে যা তার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগ স্থাপনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে।”

(Personality consists of the distinctive patterns of behavior (including thoughts and emotions) that characterize each individual's adaptation to the situation of his/her life. উৎস: Introduction to Personality; Holt. Rinchart and Wingston; 1976; P. 2.)

ম্যাক্সহোন এবং ম্যাক্সহোন বলেন, “ব্যক্তিত্ব তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী আচরণের ধরন নিয়ে গঠিত হয় যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুসামঞ্জস্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।”

(Personality consists of relatively long-lasting behavior patterns that yield fairly consistent reactions to a number of different situations. উৎস: Psychology: The Hybrid Science; The Dorsey Press; 1986; P. 486.)

উডওয়ার্থ এবং মারকুইস বলেন, "ব্যক্তিত্বকে ব্যাপক অর্থে একজন ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক গুণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা তার চিন্তার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি, তার মনোভাব ও আগ্রহ, তার কাজের প্রকৃতি এবং তার ব্যক্তিগত জীবন দর্শনে প্রকাশ পায়।"

(Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's behavior, as it is revealed in his habits of thought and expression, his attitudes and interests, his manner of acting, and his personal philosophy of life. উৎস: Psychology; Methuen and Co. Ltd.; 1964; P. 88.)

বান্ধিস্ট এবং জারভিং বলেন, "ব্যক্তিত্ব হলো সময় ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত আচরণ ও চিন্তার এক বিশেষ ধরন যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।"

(Personality is a particular pattern of behavior and thinking prevailing across time and situations that differentiates one individual from another. উৎস: Psychology; Scott. Foresman and Company; 1990; P. 496.)

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "ব্যক্তিত্বকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনবদ্য ধরন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে।"

(Personality can be defined as the unique patterning of behavioral and mental processes that characterizes an individual and the individual's interactions with the environment. উৎস: Psychology; Scott; Foresman and Company; 1983; P. 386.)

ক্রাইডার ও তাঁর সহযোগীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে ব্যক্তিত্বের মূল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত ব্যক্তিত্ব হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার এক অনবদ্য (unique) ধরন। অর্থাৎ আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনন্যতাই হলো ব্যক্তিত্বের মূল বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনন্যতা ব্যক্তিত্বে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে এবং তৃতীয়ত, তা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে এক বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়া করতে সাহায্য করে। পরিবেশের সাথে এ বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কই ব্যক্তির আচরণে অনন্যতা দান করে।

THANK YOU



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০২ ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্যাবলী

টপিক ০২: ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

বহু শতাব্দী ধরে মানুষ ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিক ও রোমানগণ চারটি মহাজাগতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের চারটি শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করেছে; যথা: পৃথিবী, বায়ু, আগুন এবং পানি। হিপোক্রেটস (Hippocrates) এবং রোমান চিকিৎসক গ্যালেন (Galen) উভয়েই বলেছেন যে, যেভাবে এ উপাদানগুলো ব্যক্তিত্বে প্রতিনিধিত্ব করছে তাতে চার ধরনের মানব প্রকৃতির উদ্ভব হচ্ছে। এগুলো হলো পৃথিবী, বায়ু, আগুন এবং পানির বিপরীতে যথাক্রমে বিষণ্ণ (melancholic), আশান্ত (sanguine), রাগন্ত (choleric) এবং শান্তি/শ্লেষ্মাপূর্ণ (Phlegmatic)। এগুলো হলো: ব্যক্তিত্বের আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অনুধ্যানকে পাঁচটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি (perspectives)-র নিরীখে ব্যাখ্যা করা হয়।

১. জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological perspective)
২. মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Psychodynamic perspective)
৩. সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি (Trait perspective)
৪. আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural perspective)
৫. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Humanistic perspective)

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যক্তিত্বের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির একটি হলো, বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে জন্মগত জৈবিক উপাদানসমূহ। শরীরের ধরন, মস্তিষ্কের অঞ্চল এবং বংশগতির উপর ভিত্তি করে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

শারীরিক গঠন

গ্রিক দার্শনিকগণ মনে করতেন যে, মানুষের দেহের কতগুলো মৌলিক গঠন আছে এবং প্রতিটি গঠনের বিপরীতে একটি ব্যক্তিত্বের ধরনও রয়েছে। ক্রেৎসার ও শেল্ডন শরীরের গঠন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

শারীরিক গড়ন

ক্রেৎস্নারের শারীরিক গঠন মতবাদ

জার্মান মনোরোগ বিশারদ আরনেস্ট ক্রেৎস্নার (১৯২৫) মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করার সময় তাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, শরীরের গড়নের সাথে মানসিক লক্ষণ ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলো গুণাবলি, বিশেষত মেজাজকে (Temperament) দু ভাগে ভাগ করেন। যথা-

১. সাইক্লোয়েড (Cycloid) বা খেদোনাত্তরূপ: এ শ্রেণির লোক খুব সহজেই উৎফুল্ল হয়, আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ টাইপের লোকেরা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হলো সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, বাস্তববাদী ও সহিষ্ণু (জি. ডি. বোয়াজ)। খেদোনাত্ত ব্যক্তির খাট, গোলগাল, মেদবহুল দেহের অধিকারী হয়। চরম পর্যায়ে এসে এদের ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ বাতুলতার লক্ষণ দেখা দেয়।
২. সিজোয়েড (Schizoid) বা চিত্তভ্রংশীরূপ: এরা অন্তর্মুখী এবং সামাজিক সম্পর্ক বিমুখ হয়। এরা লম্বা ও হালকা পাতলা গড়নের হয়। চরম বিপর্যয়ে এরা সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) নামক মানসিক রোগে ভোগে।

শারীরিক গড়ন

ক্রেৎস্নার সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা-

১. পিকনিক (Pyknic): পিকনিক শ্রেণির লোকেরা খাট, গোলগাল ও মেদবহুল দেহের অধিকারী এবং এরা বহির্মুখী প্রকৃতির হয়।

২. অ্যাসথেনিক (Asthenik): লম্বা, হালকা পাতলা গড়নের লোকেরা অ্যাসথেনিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত। এরা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের হয়।

৩. অ্যাথলেটিক (Athletic): সুগঠিত পেশী ও অস্থি প্রধান ব্যক্তি অ্যাথলেটিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত। দেহ ও মনের দিক থেকে এরাই সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং আদর্শ মানুষ।

এছাড়া, মিশ্র গঠনের দেহকে তিনি ডিপ্লাস্টিক (Dysplastic) শ্রেণিভুক্ত করেন। এ শ্রেণির লোকের সংখ্যা বিরল। ক্রেৎস্নার তাঁর গবেষণার শেষে দেখতে পান যে, হালকা পাতলা গড়নের ব্যক্তিদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া বেশি হয় এবং যারা মোটা ও গোলগাল ধরনের তাদের মধ্যে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ নামক মানসিক ব্যাধি বেশি হয়। ক্রেৎস্নারের টাইপ তত্ত্বটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। এর মস্তবড় একটি ত্রুটি হলো এই যে, তিনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে শারীরিক পরিবর্তন হয়, সে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

শারীরিক গড়ন

শেলডনের শারীরিক গঠন মতবাদ

শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে উইলিয়াম শেলডন ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেন। তিনি বহু সংখ্যক ব্যক্তির নগ্ন দেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে দেহের গঠনকে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেন। তাঁর শ্রেণিবিভাগটি নিম্নরূপ-

১. এন্ডোমরফিক (Endomorphic): এন্ডোমরফিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তির পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্ফীত। সারা দেহে মেদের আধিক্য। পেশি ও অস্থি অপরিপুষ্ট। এদের চেহারা গোলগাল এবং ত্বক খুব নরম। এরা মিশুক, আরামপ্রিয়, বন্ধু ভাবাপন্ন, পরনির্ভরশীল এবং ভোজনপ্রিয়। এরা সব সময় আনন্দপ্রিয় এবং অন্যের কাছ থেকে সবসময় আদর ও ভালোবাসা পেতে চায়।

২. এক্টোমরফিক (Ectomorphic): এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকদের দেহ ছিপছিপে লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের হয়। এরা যেকোনো কাজে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সামাজিক মেলামেশা এরা পছন্দ করে এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং নির্জনতাপ্রিয়।

শারীরিক গড়ন

৩. মেসোমরফিক (Mesomorphic): এরা সুঠাম শরীরের অধিকারী। এদের কাঁধ ও বুক চওড়া, পেশি মাংসল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিশিষ্ট এবং নিতম্ব চাপা। এদের শরীর খেলোয়াড় (Athlet) ধরনের। এরা খেলাধুলা পছন্দ করে এবং অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা তেজোদীপ্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী, দুঃসাহসিক কাজে এরা আনন্দ অনুভব করে।

শারীরিক গড়ন

শেল্ডন দৈহিক টাইপগুলোর সাথে সংগতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আবার ব্যক্তিত্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। যথা:

১. ভিসেরোটোনিক (Viscerotonic): এরা খুব দৈহিক আরামপ্রিয় এবং ভোজন বিলাসী। একা থাকা এদের মোটেই পছন্দ নয়, সারাক্ষণ হেঁচল্লার ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প-গুজব করতে পছন্দ করে। এরা অন্যের স্নেহ, প্রশংসা ও মনোযোগ প্রত্যাশী হয় এবং সহজেই মনের আবেগ প্রকাশ করে ফেলে।
২. সেরিব্রোটোনিক (Cerebrotonic): এরা দুর্বল প্রকৃতির এবং সামাজিক মেলামেশা পছন্দ করে না। এরা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসংযমী।
৩. সোমোটোনিক (Somatotonic): সোমোটোনিকরা কাজে, কর্মে, কথায়, ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়। এদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। আচরণে এরা উদ্যমশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আক্রমণধর্মী। এরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে।

শারীরিক গড়ন

শেল্ডন তাঁর পরীক্ষণে দেখতে পেয়েছেন তাঁর বর্ণিত শারীরিক টাইপ ও মানসিক টাইপের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। যেমন- মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এন্ডোমরফিকরা ভিন্সেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, এক্টোমরফরা সেরিব্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত এবং মেসোমরফরা সোমোটোটনিক টাইপের অন্তর্গত। পরীক্ষণে দেখা গেছে যে, একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষণাকর্মীরা ফ্যাক্টরি কর্মচারীদের চেয়ে বেশি এক্টোমরফিক এবং কম মেসোমরফিক (Garn and Gertler, ১৯৫০)। অনেকে রিপোর্ট করেছেন যে, কিশোর অপরাধীরা সাধারণত মেসোমরফিক হয়ে থাকে (Glueck and Glueck, ১৯৫৬)।

শারীরিক গঠন



চিত্র ২.১ : শারীরিক গঠনের প্রকারভেদ।

মস্তিষ্কের অঞ্চল

আর একটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি হলো মুখমণ্ডল ও মাথার গড়ন (Shape) দেখে ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করা। যেমন উচ্চ কপাল বিখ্যাত চরিত্রের (noble character) এবং নিম্ন কপাল ও ঘন ক্র অপর্যাপ্তিত্বের (criminality) নির্দেশক। যদিও এ ধরনের বিভাগ কখনোই খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়, কিন্তু জনসাধারণের কাছে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

উনিশ শতকে মস্তিষ্কতত্ত্ব (Phrenology) বা মাথার খুলি পরীক্ষা করে চরিত্র জানবার বিজ্ঞান বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। ১৮০০ সালের দিকে ফ্রাঞ্জ জোসেফ গল এবং জে. জি. স্পারঝেইম (Franz Joseph Gall এবং J. G. Spurzheim) মানসিক-বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক ২৭টি এলাকা (faculties) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সকল ধারণা ভুল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বংশগতি

ব্যক্তিত্ব কি বংশগতি সূত্রে বাহিত হয়? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমজ ও দত্তক গবেষণা কেন্দ্র (Center for Twin and Adoption Research) ভিন্ন জায়গায় পালিত অভিন্ন জমজ নিয়ে গবেষণা করেন। তারা জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ৪৪ জোড়া অভিন্ন জমজ-এর খোঁজ পান এবং তাদের উপর পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। দুটি অভিন্ন যমজ ওস্কার স্টোর (Oskar Stohr) এবং জ্যাক ইয়ুফ (Jack Yufe) জন্মের পরপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ওস্কারকে পাঠানো হয় চেকোস্লোভাকিয়ায় নাজি পরিচালিত একটি স্কুলে এবং জ্যাক একটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপে এক ইহুদি পরিবারে বেড়ে ওঠে। মধ্য বয়সে যখন তারা প্রথম বার পুনর্মিলিত হয় তখন তাদের একই রকম গোফ, চুলের ছাট, জামা এবং চশমা ছিল। পূর্ব বিচ্ছিন্নকৃত আর এক জোড়া মহিলা অভিন্ন যমজ যখন মিনিয়াপোলিস বিমান বন্দরে (Minneapolis Airport) উপস্থিত হয় তখন তাদের হাতের আঙুলে ৭টি আংটি ছিল। তাদের একজনের ছেলের নাম রিচার্ড আন্দ্রে (Richard Andrew) এবং অন্যজনের ছেলের নাম আন্দ্রে রিচার্ড (Andrew Richard)। আরও এক জোড়া বিচ্ছিন্ন যমজ বোনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে জলাতঙ্ক দেখা - যায়।

বংশগতি

অভিন্ন যমজ সন্তানদের কাহিনীর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের উপর বংশগতির প্রভাব রয়েছে। যমজ সন্তানের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, ভিন্নকোষী যমজদের (Fraternal twins) চেয়ে অভিন্ন যমজদের (Identical twins) একই রকম প্রলক্ষণ রয়েছে (Thompson, ১৯৬৮)। স্কার (Scarr) বলেছেন যে, বংশগতির ধরন শুধু বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রভাবিত করে না, কিন্তু বৃত্তিমূলক আগ্রহ ও পূর্বসংস্কার-এর মতো ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকেও প্রভাবিত করে (Scarr এবং Weinberg, ১৯৭৮)।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড সারা জীবন ধরে মানব মনের অতল হতে অপার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি মানুষের মনের অলিতে গলিতে রঞ্জে রঞ্জে আলো ফেলে গভীর মনযোগের সাথে দেখেছেন ওখানে কি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে, তিনটি ভিন্ন মানসিক কাঠামো নিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তিনি তাদের আদিসত্ত্বা (id), অহম (ego) ও অতি অহম (super ego) নামে অভিহিত করেন। একজন ব্যক্তি কী চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কর্ম করে তা নির্ভর করে এই তিনটি কল্পিত কাঠামোর কার্যকলাপের উপর। এগুলো কীভাবে ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে তা ক্রম অনুযায়ী নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

আদিসত্তা (The Id): ফ্রয়েডের মতে, জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিত্বে থাকে শুধু সুখের জন্য অচেতন তাড়না। যে কল্পিত মানসিক কাঠামোতে এই তাড়নাসমূহ অবস্থান করে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন আদিসত্তা (Id)। আদিসত্তা সবসময় সুখের জন্য তার তাড়নাগুলোর তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি পেতে চেষ্টা করে। আদিসত্তা "সুখ ভোগের নীতি" (Pleasure principle) অনুসরণ করে। সে শুধু সুখ ভোগ করতে চায়। সে কোনো সামাজিক রীতি, নীতি বা শিক্ষার ধার ধারে না। সে আদিম মানব মনের প্রতীক। তার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই। আদিসত্তা নগ্ন কামনা বাসনার প্রতিচ্ছবি।

আদিসত্তাকে সকল মানসিক শক্তির আধার বলা হয়। এটি কামনা বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সাথে এর কোনো যোগযোগ নেই। ফলে আদিসত্তা সরাসরি তার নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। এর জন্য তাকে অহমের উপর নির্ভর করতে হয়।

আদিসত্তা যে সুখ ভোগ করে, ফ্রয়েডের মতে, টেনশন অপসারণের মাধ্যমে তা পাওয়া যায়। যখন আদিসত্তার টেনশনসমূহ জমা হয়, তখন টেনশনের মাত্রা কমিয়ে এনে সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ফ্রয়েড দুটি পথের কথা নির্দেশ করেছেন যার মাধ্যমে আদিসত্তা টেনশনের মাত্রা কমাতে চেষ্টা করে।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

একটি কৌশল হলো প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action), অথবা সহজভাবে, পরিবেশের উদ্দীপকের প্রতি প্রতিবর্তভাবে প্রতিক্রিয়া করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু কর্তৃক স্তনের বোঁটা (nipple) চোষা একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এই প্রতিবর্ত টেনশন কমায় এবং জাগরিত ও অসুখী শিশুকে শান্ত করে। দ্বিতীয় কৌশল, যেটি আদিসত্তা ব্যবহার করে, তাহল প্রাথমিক প্রক্রিয়ার চিন্তন (Primary-process thinking)। এ ধরনের চিন্তা কোনো বস্তু বা আচরণ, যা টেনশন কমায় সে সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন (fantasy) তৈরিতে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু কল্পনা করতে পারে যে তাকে দুধ পান করান হচ্ছে। এই দিবাস্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে তার টেনশন কমায়।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

অহম (The Ego): প্রাথমিক প্রক্রিয়ার চিন্তন (Primary-process thinking) একাকী শিশুর বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করতে পারে না। কল্পনায় খাবার খাওয়া সুখকর কিন্তু তা পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এজন্য আর একটি মানসিক কাঠামো বিকাশ লাভ করেছে। এ মানসিক কাঠামোটি তথ্য নিয়ে গঠিত যা শিশু প্রত্যক্ষণ করে এবং স্মরণ রাখে এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত যা এই তথ্য যেমন চিন্তন, বিচারকরণ এবং পরিকল্পনাকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বিকাশ লাভ করে। ফ্রয়েড এই মানসিক কাঠামোকে বলেছেন অহম। অহম ব্যাপকভাবে সচেতন।

অহমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি আদিসত্তার কাল্পনিক সন্তুষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে বিকাশ লাভ করে। অহম এ কাজ করতে সমর্থ হয় কারণ অলীক কল্পনা বা প্রাথমিক প্রক্রিয়ার চিন্তনের পরিবর্তে এটি মাধ্যমিক প্রক্রিয়ার চিন্তন (Secondary-process thinking) বা বাস্তব চিন্তন ব্যবহার করে। যদিও এটি আদিসত্তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী, অহম আদিসত্তার অচেতন তাড়না থেকে তার সকল শক্তি পেয়ে থাকে এবং ঐ সকল তাড়নার পরিতৃষ্টির জন্য একটি কার্যকরী পথ বের করার চেষ্টা করে। সংক্ষেপে, আদিসত্তা উপযুক্তভাবে তার নিজের তাড়নার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না। অন্যদিকে অহম হলো এক বাস্তবমুখী মানসিক কাঠামো যা অভিজ্ঞতার আলোকে আদিসত্তাকে সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিকাশ লাভ করে।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

অহমকে প্রধান কার্যনির্বাহী (Executive head) বলা যায়। অহম ব্যক্তিত্বের প্রধান নির্ধারক। ব্যক্তির কোন্ কাজ করা উচিত এবং কোন্টি উচিত নয় এবং ব্যক্তির কোন্ সহজাত প্রবৃত্তি তৃপ্ত হবে ও কোন্টি তৃপ্ত হবে না তা অহম নির্ধারণ করে দেয়। অহম আদিসত্তা (Id) ও অতি অহমের (Super ego) মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করে। এটি হলো ব্যক্তিত্বের সেই যৌক্তিক, বাস্তবসম্মত অংশ যা আচরণকে পরিচালিত করে। যদি অহম আদিসত্তার টেনশন ও অতি অহমের নির্দেশের কাছে পরাভূত না হয়, তাহলে অহম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে অহমকে অবশ্যই আদিসত্তার তাড়নার জন্য কিছু সন্তুষ্টি সরবরাহ করতে হয় এবং অতি অহমের নৈতিকতার ভিত্তিতেও কাজ করতে হয়। এছাড়াও, একে সে সকল আচরণ বাছাই করতে হয় যা বাস্তবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও অহম ব্যক্তিত্বের নির্বাহী, তবুও তাকে আদিসত্তা, অতি অহম ও বাহ্যিক বাস্তবতা-এ তিন প্রভুর সেবা করতে হয়।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

অতি অহম (The Super ego): মানসিক কাঠামোর তৃতীয় ভাগটি হলো অতি অহম যা প্রায় ৫ বছর বয়স থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। পিতামাতা এবং সমাজ থেকে যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আমরা অর্জন করি তার ধারক ও বাহক হলো অতি অহম। এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি উপ-অংশ নিয়ে গঠিত। একটি অংশ বিবেক (Conscience) যা কতগুলো আচরণের বিরুদ্ধে নৈতিক বাধা প্রদান করে, বিশেষত সেগুলো আদিসত্তার যৌন ও আক্রমণাত্মক তাড়না প্রকাশ করে। অতি অহমের অন্য অংশটি হলো অহম-আদর্শ (Ego-ideal)। এটি হলো একজন ব্যক্তি আদর্শগতভাবে কী হতে পারে এবং কেমন আচরণ করা উচিত তার প্রতিচ্ছবি। আমরা বিবেককে এভাবে চিন্তা করতে পারি যে, এটি নীতি বিরুদ্ধ কী অথবা কী করা উচিত নয় তা নির্দেশ করে এবং অহম-আদর্শকে (ego-ideal) নীতি কী অথবা একজনের কী করা উচিত তার আদর্শ হিসেবে গণ্য করতে পারি।

অতি অহম নৈতিক নীতি (Moral principle) দ্বারা পরিচালিত হয়। সুখের প্রতি এর কোনো মোহ নেই, বাস্তবের প্রতি সে ততটা মনোযোগী নয়। অতি অহমের মূল কাজ হলো নৈতিকতা ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

চেতন, প্রাচেতন ও অচেতন স্তর

(Conscious, Preconscious and Unconscious Level)

ব্যক্তিত্বের কাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে ফ্রয়েড মানব মনের তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- চেতন (Conscious), প্রাচেতন (Preconscious) এবং অচেতন (Unconscious) স্তর। ফ্রয়েড অনুভব করেছেন যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি কাঠামো আদিসত্তা, অহম ও অতি অহম মনের তিনটি অঞ্চল চেতন, প্রাচেতন ও অচেতন অংশের সাথে সম্পর্কিত।



ব্যক্তিত্বের কাঠামো

আদিসত্তা হলো অচেতন। এর তাড়নাগুলো কেবল অচেতন আকারে কাজ করে। অহম হলো প্রধানত চেতন কিন্তু এর প্রাচেতন ও অচেতন অংশও রয়েছে। মনের প্রাচেতন স্তরে রয়েছে চিন্তন, স্মৃতি এবং অন্যান্য ধরনের তথ্য যা চেতন নয় কিন্তু সহজেই চেতন স্তরে আনা যায়। অধিকন্তু, অহমের একটি অংশ হলো অচেতন। এই অংশে আছে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Ego-defense mechanism)। অতি অহমে রয়েছে চেতন, প্রাচেতন ও অচেতন এলাকা। এর নির্দেশ চেতন স্তরে পড়তে পারে, অথবা তারা প্রাচেতনে পড়তে পারে, অথবা তারা অচেতনভাবে কাজ করতে পারে। ফ্রয়েড এক খণ্ড বরফের সাহায্যে সুন্দরভাবে মনের স্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন। এক টুকরা বরফ একটি পানির পাত্রে রাখলে বরফের উপরের দিকের যে অংশটি সব সময়ে পানির উপরে ভেসে থাকে তা হলো চেতন স্তর। বরফ টুকরাটির একটি বিশেষ অংশ আছে যা একবার পানিতে ডোবে আবার ভেসে উঠে-এটি হলো মনের প্রাচেতন পর্যায়। আবার বরফ খণ্ডের একটি বিরাট অংশ রয়েছে যা সব সময়ই পানির নিচে থাকে, তা হলো অচেতন স্তর। অচেতন স্তর, ফ্রয়েডের মতে, আমাদের মানসিক চেতনার বেশির ভাগ জায়গা দখল করে আছে।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো

ছক : ফ্রয়েডের প্রস্তাবিত ব্যক্তিত্বের কাঠামোর সার-সংক্ষেপ

কাঠামো	ভিত্তি	চেতনার মাত্রা	অনুসরণীয় নীতি	ব্যবহৃত প্রক্রিয়া
আদিসত্তা	যৌন ও আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি	অচেতন	সুখ নীতি	প্রাথমিক প্রক্রিয়ার চিন্তন
অহম	বাস্তবের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্জিত আচরণ	বেশির ভাগ চেতন	বাস্তব নীতি	মাধ্যমিক প্রক্রিয়া চিন্তন
অতি অহম	সামাজিক বাধা শিক্ষণ	আংশিক চেতন	নৈতিক নীতি	—

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

আদিসত্তা (Id) টেনশন কমানোর মাধ্যমে সুখ অর্জন করতে সচেষ্ট থাকে। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন বয়সে মানুষ শরীরের বিভিন্ন এলাকায় ভীষণভাবে টেনশনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা এরোজেনাস এলাকা (Erogenous zones) নামে পরিচিত। একটা বিশেষ বয়সে একটি বিশেষ এলাকা টেনশনের প্রতি খুব সংবেদনশীল থাকে এবং টেনশন কমানো উদ্দীপনার খুব প্রয়োজন পড়ে। ফ্রয়েড বিকাশের বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পর্যায়কে বিভিন্ন এলাকার ভিত্তিতে নামকরণ করেন, যেমন- মুখ পর্যায়, পায়ু পর্যায় ও লৈঙ্গিক পর্যায়।

মুখ পর্যায় (The Oral Stage): ফ্রয়েড প্রস্তাব করেন যে, জীবনের প্রথম আঠার মাসে সবচেয়ে সংবেদনশীল এলাকা হলো মুখ। এজন্য প্রথম পর্যায়টিকে বলা হয় মুখ পর্যায় (Oral Stage)। মুখের সাহায্যে আদিসত্তা টেনশন কমাতে চেষ্টা করে। এ সময়ে শিশু মুখের বিভিন্ন ব্যবহার থেকে অধিকাংশ সুখ পেয়ে থাকে। প্রথমে চোষা এবং পরে কামড়ানো, চিবানো থেকে শিশু তৃপ্তি পায়। মুখ পর্যায়ে শিশু যদি খাবার গ্রহণ করে পরিতৃপ্তি পায় তাহলে তা যৌবনে বা পরবর্তী সময়ে স্থানান্তরিত হয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আনন্দ পেতে সহায়তা করে। ফ্রয়েডের মতে মৌখিক সুখ পেতে ব্যর্থ হলে অথবা অতিরিক্ত সুখ পেলে তা পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিত্বে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তরুণ বয়সে বা যৌবনে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা, বাচালতা, মাদকাসক্তি, ধূমপানের প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

পায়ু পর্যায় (The Anal Stage): আঠার মাস বয়স থেকে ৩ বা ৪ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে পায়ু পর্যায় (The Anal Stage) বলা হয়। এ পর্যায়ে পায়ু এলাকা অধিক সংবেদনশীল হয়ে উঠে এবং শিশু মলত্যাগ বা মল চেপে রাখার মাধ্যমে পরিভূষ্টি পেতে চেষ্টা করে। এ সময়ে মা-বাবা শিশুকে মলত্যাগ প্রশিক্ষণ (Toilet training) দিয়ে থাকেন।

মলত্যাগ প্রশিক্ষণ যদি খুব আগে বা বেশ পরে শুরু হয়, অথবা কোনো কারণে শিশুর সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তাহলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বাধা আসে এবং পরবর্তী জীবনে তা ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। শিশুরা যারা মল চেপে রাখে তারা পরবর্তীতে কৃপণ, নিয়ন্ত্রিত, একগুঁয়ে এবং সুশৃঙ্খল হয়। আবার মল নিঃসরণে বাধাপ্রাপ্ত শিশুরা পরবর্তীতে অধিক আবেগপ্রবণ, নোংরা, বিশৃঙ্খল এবং সবসময় বিলম্ব প্রকৃতির হয়।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

লৈঙ্গিক পর্যায় (The Phallic stage): প্রায় ৩ বছর বয়স থেকে লৈঙ্গিক পর্যায় শুরু হয় এবং ৫ বা ৬ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। এ সময়ে শিশুর জন্য সুখভোগের উৎসের এক বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। লৈঙ্গিক পর্যায়ে যৌন অঙ্গকে ঘিরে আগ্রহ আবর্তিত হয় এবং যৌন অঙ্গ নাড়াচাড়া করে শিশু সুখ পায়। এটি ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ফ্রয়েড যাকে ইদিপাস গূঢ়েষা (Oedipus Complex) নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু শিশুরা যৌন অঙ্গে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তাই পুরুষ ও মেয়েদের যৌনাঙ্গের আকারগত পার্থক্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ ছাড়াও ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষ শিশু তার মায়ের প্রতি যৌন আগ্রহ জন্মে, বাবাকে সে একজন প্রতিপক্ষ ভাবে শুরু করে এবং পিতাকে মেরে ফেলার বাসনা জাগে। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর ইদিপাস যেমনটি করেছিলেন। ইদিপাস রেকস্ হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার বাবাকে মেরে ফেলেন এবং মাকে বিয়ে করেন। কিন্তু সে দেখে যে পিতা অনেক ক্ষমতার অধিকারী, তাই মনে এই ভয় দেখা দেয় যে পিতা তার লিঙ্গ কেটে ফেলবে। ফ্রয়েডের ভাষায় এ ভয় লিঙ্গচ্ছেদন উদ্বেগ (Castration anxiety) নামে পরিচিত। এ ভয় এতো শক্তিশালী যে, শিশু মায়ের প্রতি তার ইচ্ছাকে অবদমিত করে এবং এর পরিবর্তে পিতার সাথে নিজেকে একাত্ম ভাবে শুরু করে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

মেয়েদের ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াটি একটু ভিন্নতর। কারণ হিসেবে ফ্রয়েড বলেন এ সময়ে মেয়ে শিশুরা পিতার প্রতি যৌন উত্তেজনা অনুভব করে এবং পুরুষদের চেয়ে তারা নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করে। তারা তখন লিঙ্গ ঈর্ষায় (Penis envy) ভোগে, কারণ তাদের পুরুষের মতো লিঙ্গ নেই। তারা ভাবে মা তাদের লিঙ্গচ্ছেদন করেছে। এর জন্য তারা মাকে দায়ী করে। এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য অনুভূতির সমাধানের জন্য তারা অবশেষে স্থির করে যে, মায়ের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে তার মতো আচরণ করা উচিত। এভাবে মায়ের সাথে মেয়ে শিশুর একাত্মভাবন সম্পূর্ণ হয়।

এ সময়ে ইদিপাস গূঢ়েষার সমাধান হয় বলে মনে করা হয় এবং ফ্রয়েডের মতবাদ অনুসারে শিশুরা বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে দিকে অগ্রসর হয়। যদি এ পর্যায়ে কোনো জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে যে কোনো ধরনের সমস্যা সংঘটিত হতে পারে বলে মনে করা হয়; যেমন অনুপযুক্ত যৌন-ভূমিকা আচরণ (Improper sex-role behaviour) এবং বিবেক বিকাশে ব্যর্থতা।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

প্রসুপ্তিকাল (The Latency Period): ৫-৬ বছর থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত প্রসুপ্তিকালের ব্যাপ্তি। ফ্রয়েডের মতে এ পর্যায়ে আগ্রহ খুব কম থাকে। যৌন সম্পর্কিত বিষয় এ সময়ে সুপ্ত থাকে, এমনকি অবচেতন পর্যায়েও।

যৌন পর্যায় (The Genital stage): বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করে। ১১/১২ বছর থেকে যৌন পর্যায় শুরু হয় এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এ সময়ে সুখকর অনুভূতি যৌনাঙ্গে অবস্থান করে এবং যৌন মিলনে তা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী রেমন্ড বি. ক্যাটেল (Raymond B. Cattell) ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর তিনি কলরাডোতে নৈতিকতা ও উপযোজন সংক্রান্ত একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখানে তিনি গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হন এবং ১৯৫০ সালে উপাদান বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংলক্ষণ মতবাদ তৈরি করেন, যা ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ নামে পরিচিত।

ক্যাটেল অল্প সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের একটি তালিকা তৈরির জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে লোকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে, তাদের জীবন-বৃত্তান্তের বর্ণনার রেকর্ড থেকে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এভাবে সংগৃহীত বহু সংখ্যক সংলক্ষণ থেকে উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ১৬টি মৌলিক সংলক্ষণ নির্বাচন করেন যা "16 PF" (Personality Factor) নামে পরিচিত।

ক্যাটেল ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface trait) এবং উৎস সংলক্ষণ (Source trait)

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

বাহ্যিক সংলক্ষণ: ক্যাটেলের মতে ১৬টি বাহ্যিক সংলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি লক্ষ করেন যে, ব্যক্তিত্বের এমন কতগুলো সংলক্ষণ আছে যেগুলোর একটি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকলে অন্যগুলোও বর্তমান থাকে। যে সংলক্ষণগুলো একত্রে অবস্থান করে সেগুলোকে তিনি একটি গুচ্ছ বা ঝাঁকে (Cluster) সংঘবদ্ধ করেন এবং এ সংলক্ষণগুলোকে একত্রে বাহ্যিক সংলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। এগুলো ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগশীলতা একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ। কোনো ব্যক্তি যদি এ সংলক্ষণটির অধিকারী হয়, তাহলে সেটি তার বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পাবে।

উৎস সংলক্ষণ: ক্যাটেল বাহ্যিক সংলক্ষণগুলোর অন্তরালে আবার কতগুলো মৌলিক সংলক্ষণের সন্ধান পান-যেগুলো বাহ্যিক সংলক্ষণের উৎসমূল। তিনি এই অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণগুলোকে উৎস সংলক্ষণ নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে উৎস সংলক্ষণগুলোই ব্যক্তিত্বের মৌলিক সাংগঠনিক উপাদান।

উৎস সংলক্ষণসমূহ ব্যক্তির ভিতরে নিহিত থাকে, বাইরে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আশঙ্কাগ্রস্ততা। যদিও এটি ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায় না, কিন্তু এর দ্বারা তার বহু আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

উৎস সংলক্ষণগুলোকে ক্যাটেল আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(১) পরিবেশগত সংলক্ষণ (Environmental traits)- এসব সংলক্ষণ ব্যক্তির সমাজ জীবন এবং সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে উদ্ভূত হয় এবং শিক্ষণের মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করি।

(২) গঠনগত সংলক্ষণ (Constitutional traits)- এগুলো ব্যক্তির বংশগতি থেকে উদ্ভূত হয়।

উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে ক্যাটেল ১৬টি সংলক্ষণের যে তালিকা প্রণয়ন করেন তা গুরুত্ব অনুসারে নিম্নক্রমে সাজানো আছে। ব্যক্তিত্বের নির্দেশক হিসেবে যে ১৬টি সংলক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি সংলক্ষণের বিপরীতমুখী দুটি প্রান্ত বা দিক (উচ্চ ও নিচ) রয়েছে। কোনো একদিকে (যেমন, চটুল স্বভাব) যদি কোনো ব্যক্তির সাফল্যাক্ষ উঁচু হয় তাহলে অন্যদিকে (চাপা স্বভাব-এর ক্ষেত্রে) তার সাফল্যাক্ষ কম হবে।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

ক্যাটেল প্রদত্ত ১৬টি সংলক্ষণ তালিকা নিম্নরূপ :

মৌলিক সংলক্ষণ	বিপরীত সংলক্ষণ
১. চাপা স্বভাব (Reserved)	চটুল স্বভাব (Outgoing)
২. কম বুদ্ধিমান (Less Intelligent)	অধিক বুদ্ধিমান (More Intelligent)
৩. আবেগপ্রবণ (Emotional)	ধীরস্থির (Stable)
৪. বিনয়ী (Humble)	আক্রমণাত্মক (Assertive)
৫. মিতভাষী (Sober)	আমুদে (Happy-go-lucky)
৬. সুবিধাবাদী (Expedient)	বিবেকবান (Conscientious)
৭. লাজুক (Shy)	সাহসী (Venturesome)
৮. কঠিন হৃদয় (Tough-minded)	কোমল হৃদয় (Tender-minded)
৯. বিশ্বাসী (Trusting)	সন্দিহান (Suspicious)

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

মৌলিক সংলক্ষণ	বিপরীত সংলক্ষণ
১০. বাস্তবমুখী (Practical)	কল্পনাপ্রবণ (Imaginative)
১১. অকপট (Forthright)	ধূর্ত (Astute)
১২. প্রশান্ত (Self-Assured)	আশঙ্কাজস্ত (Apprehensive)
১৩. রক্ষণশীল (Conservative)	উদার (Experimenting)
১৪. দল নির্ভর (Group-dependent)	স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-sufficient)
১৫. স্বৈচ্ছচারী (Indisciplined)	নিয়ন্ত্রিত (Controlled)
১৬. স্বচ্ছন্দ (Relaxed)	উদ্বিগ্ন (Tense)

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ

এ সব সংলক্ষণকে ক্যাটেল আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

- (১) আর্গ (Erg)-ব্যক্তির বংশগত ও জন্মগত গুণাবলি এবং
- (২) মেটা আর্গ (Meta erg)- ব্যক্তির শিক্ষালব্ধ গুণাবলি।

ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিত্বের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে 'সেন্টিমেন্ট' নামক এক ধরনের মেটা আর্গ। তাঁর মতে আমাদের ব্যক্তিত্বে শৈশবকালে সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি উপাদান বিশ্লেষণ (Factor analysis) নামক গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করে বহু সংখ্যক সংলক্ষণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণগুলো নির্ধারণ করেছেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপাদান বিশ্লেষণ কৌশলের প্রয়োগ ব্যক্তিত্বের গবেষণায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল।

আলপার্টের সংলক্ষণ মতবাদ

মনোবিজ্ঞানে প্রথম ব্যাপক এবং বস্তুগত সংলক্ষণ মতবাদ প্রদান করেন গর্ডন আলপোর্ট (১৮৯৭-১৯৬৭)। তিনি বিভিন্ন প্রকারের সংলক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন-বিশেষত সাধারণ ও ব্যক্তিগত সংলক্ষণের মধ্যে। যে সব সংলক্ষণ কম বেশি সকলের মধ্যে দেখা যায়, তাকে তিনি সাধারণ সংলক্ষণ (Common trait) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার ব্যক্তিত্বের এমন কতগুলো সংলক্ষণ আছে যা সাধারণ মানুষে পাওয়া যায় না, কেবল কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেগুলোকে তিনি ব্যক্তিগত সংলক্ষণ (Personal trait) -বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আলপোর্টের সংলক্ষণ মতবাদ

গুরুত্বের দিক থেকে আলপোর্ট (১৯৬১) ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোকে তিন ভাগ ভাগ করেছেন। যথা-

১. মৌলিক সংলক্ষণ (Cardinal trait): মৌলিক সংলক্ষণ হলো কোনো ব্যক্তির এমন প্রধান গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। এ সংলক্ষণকে 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য'ও বলা যায়। যেমন, নেপোলিয়ন এক সঙ্গে সাতটি চিঠির শ্রুতিলিখন দিতে পারতেন।

২. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central traits): ব্যক্তির কিছু সংখ্যক গুণাবলি যা তার ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি বর্ণনা করে, সেগুলোকে কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ বলে। যেমন, কেউ কারও সুপারিশ করলে সাধারণত কেন্দ্রীয় সংলক্ষণের কথাই উল্লেখ করেন।

৩. গৌণ সংলক্ষণ (Secondary trait): গৌণ সংলক্ষণ হলো সেই সংলক্ষণ য। খুবই সাধারণ এবং এক ব্যক্তিকে অন্যজন থেকে পৃথক করতে পারে না।

আলপোর্টের মতবাদে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মতবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবজ্ঞানগত প্রভাব (Situational influence)-কে অগ্রাহ্য করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত দলিল-পত্রের আলোকে ব্যক্তিকে বিচার করেছেন। তাই তিনি তাঁর মতবাদকে যতখানি বস্তুগত বলে দাবি করেন, প্রকৃতপক্ষে তা ততটা নয়। কিন্তু তাত্ত্বিক হিসেবে তার প্রভাব প্রশ্নাতীত (ইভানস্, ১৯৭১)।

আলপার্টের সংলক্ষণ মতবাদ

আইসেক্স হলো একজন ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী যিনি প্রায় তিন দশক ধরে ব্যক্তিত্বের মৌলিক দিকগুলো নিয়ে অনুধ্যান করেন। উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিত্ব, আচরণ এবং নিজের রিপোর্ট করা অনুভূতি ও বিশ্বাস পরিমাপ করেন এবং উপসংহার টানেন যে ব্যক্তিত্বের দুটো দিক (dimensions) রয়েছে (আইসেক্স, ১৯৫৩)। প্রথম মূল দিক/বিষয় হলো যা ইয়ং বেশ আগেই শনাক্ত করেছেন, অন্তর্মুখিতা (introversion) ও বহির্মুখিতা (extraversion)। কিন্তু আইসেক্স একে একটু ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখিতা রক্ষণশীল, সামাজিকতার অভাব, সতর্কতা, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গঠিত। আবার বহির্মুখিতা সামাজিকতা, সক্রিয়তা, সাহসী, খোলামেলা নিয়ে গঠিত। খুব কমই বিশুদ্ধ অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী রয়েছে। কিন্তু অন্তর্মুখী বহির্মুখী প্রকৃতির লোক রয়েছে।

আইসেক্সের দ্বিতীয় দিক/বিষয় হলো দৃঢ়তা (stability) এবং দৃঢ়তার অভাব (instability), যাকে নিউরোটিসিজম (neuroticism) ও বলা হয়। দৃঢ় ব্যক্তি সু-উপযোজিত, শান্ত, (relaxed) এবং সাদৃশ্যে হয়। দৃঢ়তার অভাব সম্পন্ন ব্যক্তি বা নিউরোটিক ব্যক্তি আশঙ্কাগ্রস্ত, অস্থির, চঞ্চল ও মেজাজী (moody) হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারিত হয় তার অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা এবং তারা তাদের ব্যক্তিত্বে যতটা দৃঢ় তার উপর।

কার্ল ইয়ুং-এর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ

১৯২১ সালে কার্ল জি. ইয়ুং (Carl G. Jung) 'Psychological Types' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাদের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী এ দুটি দলে ভাগ করেন। ইয়ুং মানসিক সংলক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাই তাঁর মতবাদ ব্যক্তিত্বের মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ নামে পরিচিত। তিনি ব্যক্তিত্বকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

- (ক) অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব (Introvert Personality) ও
- (খ) বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব (Extrovert Personality) ।

কার্ল ইয়ুং-এর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব : অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ খুবই কম। এ জাতীয় লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের তুলনায় চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে। এরা বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশ গ্রহণ করতে চায় না। এদের মধ্যে সামাজিকতা বোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশে এরা সহজে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

কার্ল ইয়ুং-এর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ

বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব: বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে দুর্বীর আকর্ষণ। এরা অন্যের সঙ্গে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশে আগ্রহী। বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। গৃহে বন্দী থাকতে এরা নারাজ। সুদূর নীলাকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণই এদের কাম্য। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যে কোনো পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নিজের জন্য এদের তেমন মাথা-ব্যথা নেই; এদের যত চিন্তা ভাবনা সবই অন্যের জন্য। সমাজসেবা, খেলাধুলা, দেশ ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ইয়ংয়ের মতবাদের সাথে একমত নন। ব্যক্তিত্বকে তারা শুধু দুটি ভাগে ভাগ করতে রাজি নন। কারণ একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনো অন্তর্মুখী আবার কখনও বহির্মুখীও হতে পারে। যেমন- কেউ আত্মকেন্দ্রিক, আবার সামাজিকও বটে। এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে বলা হয় উভয়মুখী (Ambivert) ব্যক্তিত্ব। অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা সম্বন্ধীয় অভীক্ষা বহু লোকের উপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ লোক পরিমাপকের মাঝামাঝিতে পড়ে। তারা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্মুখীও নয় আবার বহির্মুখীও নয়। অর্থাৎ তারা উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণবাদের প্রাথমিক বক্তব্য হলো বিজ্ঞানভিত্তিক। মনোবিজ্ঞানের উচিত কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ অনুধ্যান করা। ১৯১৩ সালে জন বি. ওয়াটসনের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারণা থেকে আচরণবাদ মনোবিজ্ঞানের চিন্তার একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণগত ধারণা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তবে কম করে হলেও কিছুসংখ্যক আচরণবাদী ব্যক্তিত্ব অনুধ্যানে সচেষ্টিত হয়েছে। জন ডলার্ড এবং নীল মিলার (John Dollard and Neal Miller, ১৯৫০) কর্তৃক কিছু নির্বাচিত ফ্রয়েডীয় ধারণার আচরণগত পরিভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ শুরু হয়। ডলার্ড এবং মিলার দেখিয়েছেন যে আচরণগত ধারণা ব্যক্তিত্বের জটিল বিষয় সম্পর্কে সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

এ অংশের আমরা বি. এফ. স্কীনার, আলবার্ট বান্দুরা এবং ওয়ালটার মিশেল-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্যক্তিত্বে প্রয়োগকৃত স্কীনার-এর ধারণা

বি. এফ. স্কীনার আচরণবাদের একজন অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক। তাঁর করণ সাপেক্ষণ (Operant conditioning) নীতি কখনোই ব্যক্তিত্বের মতবাদ নয়। তাঁর ধারণাসমূহ মনোবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায়ও প্রয়োগ হয়। আমরা দেখব স্কীনারের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে ব্যক্তিত্বের কাঠামো ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত।

বেশির ভাগ ব্যক্তিত্ব মতবাদী অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্বের কাঠামোর কথা বলেছেন, যেমন ফ্রয়েডের আদিসত্তা (id), অহম (ego) এবং অতিঅহম (superego) বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। স্কীনার যুক্তি দেখান যে, ব্যক্তিগত, অপ্রত্যক্ষযোগ্য জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। বরং তিনি বাহ্যিক উদ্দীপক কীভাবে আমাদের বাহ্য আচরণকে পরিবেশ উপযোগী করে তৈরি করে তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে, আমাদের আচরণ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশের উদ্দীপক দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্কীনার বিভিন্ন উদ্দীপক পরিস্থিতির সাথে প্রতিক্রিয়া প্রবণতার সংগ্রহকে (a collection of response tendencies) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন। একটি বিশেষ পরিস্থিতি বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া প্রবণতার সাথে সংযুক্ত হতে পারে যার শক্তি অতীত সাপেক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তিত্বে প্রয়োগকৃত স্কীনার-এর ধারণা

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, তুমি একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে যেখানে তুমি খুব কম লোককে চেন। এ পরিস্থিতিতে তোমার প্রতিক্রিয়া প্রবণতা শক্তির মাত্রাক্রম অনুসারে হতে পারে: (১) যদি তারা আগে তোমার সাথে কথা বলে তাহলে তুমি তাদের সাথে কথা বল, (২) পুরাতন যাদের চেন শুধু তাদের সাথে কথা বল, নতুনদের সাথে মেশার চেষ্টা কর না, (৩) নিজেকে গুটিয়ে ফেলে নম্রভাবে চলে আস, (৪) তুমি প্রথম সুযোগেই স্থান পরিত্যাগ কর।

ব্যক্তিত্বে প্রয়োগকৃত স্কীনার-এর ধারণা

তুমি যদি অন্য সামাজিক পরিস্থিতিতে একই রকম প্রতিক্রিয়া কর তাহলে বেশির ভাগ ব্যক্তিত্ব মতবাদী তোমাকে অন্তর্মুখী ব্যক্তি (introverted) বলে চিহ্নিত করবে। কিন্তু স্কীনার অন্তর্মুখী, বহির্মুখী, আশাবাদী এভাবে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নন, কারণ তিনি ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণকে আচরণের কাল্পনিক, অভ্যন্তরীণ নির্ধারক হিসেবে দেখেন। উদ্দীপক পরিস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়ার ধরনের মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা পর্যবেক্ষণ করি তা সহজভাবে বর্ণনা করাই হলো স্কীনারের লক্ষ্য।

স্কীনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বর্ণনা করতে যেয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রবণতা (Response tendencies) শিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে অর্জিত হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান যে, আমাদের কতগুলো আচরণ হলো চিরায়ত সাপেক্ষণের ফল, প্যাভলভ যেভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমাদের বেশির ভাগ প্রতিক্রিয়াই তার সহায়ক শিক্ষণ (Operant conditioning) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

যেহেতু আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রবণতা নতুন অভিজ্ঞতা দ্বারা সব সময় বলবান হচ্ছে অথবা দুর্বল হচ্ছে, তাই স্কীনার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্কীনারের ধারণা খুব প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের যান্ত্রিক (mechanical), দৃঢ় সংকল্প (deterministic), অজ্ঞানীয় (noncognitive) দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি অন্যান্য আচরণবাদী যেমন আলবার্ট বান্দুরা এবং ওয়াল্টার মিশেল কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন।

বান্দুরা এবং সামাজিক শিক্ষণ মতবাদ

বান্দুরা হলেন একজন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক যিনি আচরণবাদের তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের সহায়তা করেন। তিনি ১৯৬০ এর দিকে আচরণবাদের সাথে জ্ঞানীয় (cognitive) দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেন। বান্দুরা (১৯৭৭) ওয়াল্টার মিশেল (১৯৭৩) এবং জুলিয়ান রোটার (১৯৮২) স্কীনার-এর "বিশুদ্ধ" (pure) আচরণবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, মানুষ স্বভাবতই সচেতন, চিন্তাশীল এবং অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। তাঁরা আরও যুক্তি দেখান যে, স্কীনার মানব আচরণের খুবই পার্থক্যকারী ও গুরুত্বপূর্ণ দিককে অবজ্ঞা করেছেন। স্কীনার দাবি করেছেন মানসিক প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করা যায় না। বান্দুরা স্কীনারের সাথে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, "জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া সর্বসমক্ষে (publicly) পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়, কিন্তু তা পরোক্ষভাবে জানা যায়" (১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১৪)। বান্দুরা ও সমমনা তাত্ত্বিকগণ আচরণবাদের এ বর্ধিত ধারাকে সামাজিক শিক্ষণ মতবাদ (Social Learning Theory) বলে অভিহিত করেন।

বান্দুরা (১৯৮২, ১৯৮৬) আচরণবাদের মৌলিক ধারণার সাথে একমত যে, শিক্ষণের দ্বারা ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয়। তিনি বলেন, সাপেক্ষণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় সেখানে আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করি। বরং তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আমরা সক্রিয়ভাবে অন্বেষণ করি এবং সর্বোচ্চ উপযোগী ফল লাভের জন্য আমাদের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করি। তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি অপ্যর্বেক্ষণযোগ্য জ্ঞানীয় ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসেছেন।

বান্দুরা এবং সামাজিক শিক্ষণ মতবাদ

স্কীনারের উচ্চ অদৃষ্টবাদ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তার মতবাদের তুলনা করে বান্দুরা একটি অবস্থানের পক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, যাকে তিনি বিপরীত অদৃষ্টবাদ (Reciprocal determinism) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী পরিবেশ আচরণ নির্ধারণ করে (যেমন স্কীনার যুক্তি দেখিয়েছেন)। যাহোক আচরণও পরিবেশকে নির্ধারণ করে (অন্যভাবে বলা যায়, আমরা আমাদের পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারি)। আচরণ ও পরিবেশ উভয়ের দ্বারা ব্যক্তিগত উপাদান (জ্ঞানীয় কাঠামো যেমন বিশ্বাস ও প্রত্যাশা) নির্ধারণ করে ও নির্ধারিত হয়। সুতরাং বিপরীত অদৃষ্টবাদ মতানুযায়ী অভ্যন্তরীণ মানসিক ঘটনাসমূহ, বাহ্যিক পরিবেশগত ঘটনাসমূহ এবং বাহ্যিক আচরণ প্রত্যেকেই একে অন্যকে প্রভাবিত করে। বান্দুরার মতে আমরা আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে যেমন একছত্র কর্তৃত্ব করতে পারি না, তেমনি আমরা পরিবেশের হাতের ক্রিড়নকও নই। বস্তুতপক্ষে, এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে যে কোনো জায়গায় সত্য নিহিত রয়েছে।

আলবার্ট বান্দুরার মূল অবদান হলো পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ (Observational learning)-এর বর্ণনা। যখন কোনো আদর্শ (Models) পর্যবেক্ষণের দ্বারা একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হয় তখন পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ ঘটে। বান্দুরা বলেন, আমাদের আচরণের বৈশিষ্ট্যের ধরন নির্ধারিত হয় আদর্শ (models)-এর দ্বারা। পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণে আদর্শ হলো একজন ব্যক্তি যার আচরণ অন্যের দ্বারা পর্যবেক্ষিত হয়।

মিশেল এবং ব্যক্তি-পরিস্থিতি বিতর্ক

ওয়াল্টার মিশেল (Walter Michel, ১৯৭৩; ১৯৮৪) বান্দুরার মতো একজন সামাজিক শিক্ষণ মতবাদের প্রবক্তা। মিশেলের ব্যক্তিত্ব মতবাদের প্রধান অবদান হলো তিনি পরিবেশগত উপাদানকে আচরণের নির্ধারক বলে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক শিক্ষণ মতবাদ অনুসারে, বিভিন্ন পরিবেশে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। মিশেল (১৯৬৮, ১৯৭৩) কয়েক দশকের গবেষণার পুনঃপরীক্ষা (review) করেন এবং উপসংহার টানেন যে, জনগণ ব্যাপকভাবে যে অনুমান করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা খুব কমই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনুধ্যানে দেখা যায় যে, এক পরিবেশে একজন ব্যক্তি সৎ কিন্তু অন্য পরিবেশে সে অসৎ হতে পারে। কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় অসৎ হওয়ার চিন্তা করে না, কিন্তু আয়কর দাখিলের সময় প্রতারণা করে। আবার কেউ এক পরিবেশে খুবই লজ্জা পায়, আবার অন্য পরিবেশে খুবই বহির্মুখী। মিশেলের মতে আচরণ সামঞ্জস্যতার (consistency) চেয়ে পরিস্থিতিমূলক সুনির্দিষ্টতা (situational specificity)-র উপর অধিক নির্ভর করে। মিশেল আচরণের সামাজিক নির্ধারক এবং তারা কীভাবে ব্যক্তিত্ব চলার সাথে ক্রিয়া করে তার উপর অধিক মনোযোগ দেয়ার কথা বলেছেন।

কার্ল রোজার্স-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ

কার্ল রোজার্স মানবতাবাদী আন্দোলনের একজন অগ্রদূত। তিনি ১৯৪০-র দিকে যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনি মনোচিকিৎসায় (Psychotherapy) বেশ কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করেন। রোজার্স ফ্রয়েডের মতো রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের মতবাদ প্রদান করেন। ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য রোজার্স তার দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ (a person-centered theory) বলে অভিহিত করেছেন।

কার্ল রোজার্স ব্যক্তিত্ব কাঠামোকে আত্ম-ধারণা (self-concept) হিসেবে দেখেছেন। আত্ম-ধারণা হলো কোনো ব্যক্তির নিজের প্রকৃতি, অনন্য গুণাবলি এবং বিশেষ আচরণ সম্পর্কিত বিশ্বাসের একটি সংগ্রহ। তোমার আত্ম-ধারণা হলো তোমার নিজের সম্পর্কে নিজের মানসিক চিত্র। এটি একটি আত্ম প্রত্যক্ষণের সংগ্রহ। রোজার্সের মতে আমরা আমাদের আত্ম ধারণা সম্পর্কে সজাগ; অচেতনে একে সমাহিত করা হয়নি।

কার্ল রোজার্স-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ

ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিরীখে রোজার্স বলেন বাল্যকালের অভিজ্ঞতা একজনের আত্ম-ধারণা এবং একজনের অভিজ্ঞতার মধ্যকার সংগতি (congruence) অথবা অসংগতি (incongruence) বাড়িয়ে দেয়। রোজার্স-এর মতে, আমাদের অন্যদের থেকে স্নেহ, ভালোবাসা এবং স্বীকৃতির জন্য শক্তিশালী চাহিদা রয়েছে। ছোট সময়ে মাতা-পিতা এ সকল স্নেহের বেশির ভাগই পূরণ করেন। কোনো কোনো মাতাপিতার এ সকল চাহিদা পূরণ করার আগে শর্ত আরোপ করেন। রোজার্স বিশ্বাস করেন যে, মাতাপিতার-শর্তহীন ভালোবাসা সংগতিকে উৎসাহিত করে এবং শর্তযুক্ত ভালোবাসা অসংগতিকে উৎসাহিত করে। তিনি আরও বলেন যে, যদি আমাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মে যে, অন্যদের থেকে ভালোবাসা খুবই শর্ত সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর লোক থেকে গ্রহণের যোগ্যতা (worthy of acceptance) অনুভব করতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে আরও অধিক বিকৃত করে ফেলব।

রোজার্স-এর মতবাদ আত্মরক্ষামূলক আচরণ ও ব্যক্তিত্বের গোলমাল ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, মনোবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যের প্রতিমনোযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন, মনোবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যের মূল নিহিত রয়েছে সংগতিপূর্ণ আত্ম-ধারণায়। আবার সংগতির মূল নিহিত আছে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিতে, যা শৈশবকালে মাতাপিতা ও অন্যদের শর্তহীন স্নেহ পরিপুষ্টতা থেকে উদ্ভব হয়েছে। তাঁর এই চিন্তাভাবনা আর এক মানবিক মতবাদী আব্রাহাম মাল্লার অনুরূপ।

মাসলোর আত্মোপলব্ধি মতবাদ

রোজার্সের মতো আব্রাহাম মাল্লো (Abraham Maslow, ১৯৬৮, ১৯৭০) যুক্তি দেখান যে, বৈকল্যের কারণ নিয়ে বেশি চিন্তা না করে মনোবিজ্ঞানের উচিত মানব প্রকৃতির আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। তিনি বলেন, "বিষয়টি খুবই সহজ করার জন্য ফ্রয়েড যেমন মনোবিজ্ঞানের রুগ্ন অর্ধাংশ সরবরাহ করেছিলেন, আমাদের তেমনি এখন অবশ্যই এর সুস্থ অর্ধাংশ পূরণ করতে হবে।" (মাল্লা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৫)। মাসলোর ব্যক্তিত্ব মতবাদে মূল অবদান ছিল তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যের (Psychological health) উদাহরণ হিসেবে আত্মোপলব্ধিকৃত ব্যক্তির বর্ণনা।

মাল্লার মতে, মানবিক চাহিদা পর্যায়ক্রমিকভাবে সংগঠিত থাকে এবং উচ্চতর চাহিদা জাগরিত হবার আগেই নিম্নতর চাহিদা অবশ্যই পূরণ হতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, মানুষ আত্মোপলব্ধির চাহিদা দ্বারা তাড়িত হয়, যা একজন ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন শক্তি (potential) কে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন; এটি মাল্লোর প্রেষণা পর্যায়ক্রমিকতার (Motivational hierarchy) সর্বোচ্চ চাহিদা। তিনি রোজার্স-এর সাথে একমত যে, পরিপূর্ণতা এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য আমাদের একটি সহজাত তাড়না রয়েছে। তিনি আরও মনে করেন যে, এ পরিপূর্ণতা মনোবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যের জন্য চূড়ান্তভাবে দরকার ছিল। তিনি বলেন, "একজন বাদ্যকর অবশ্যই বাজনা বাজাবে, একজন চিত্রকর অবশ্যই চিত্র আঁকবে, একজন কবি অবশ্যই কবিতা লিখবে, যদি সে নিজে নিজে শান্তিতে থাকে। একজন মানুষ যা পারে, সে অবশ্যই তা পারবে" (মাল্লা, ১৯৭০, পৃ: ৪৬)।

মাসলোর আত্মোপলব্ধি মতবাদ

মাল্লার মতে, আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি হলো তারা যারা ব্যতিক্রমধর্মী সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি দেখেছেন যে, আত্মোপলব্ধিকারীরা বাস্তবের সাথে সঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা শান্তিতে থাকেন। তারা খোলামেলা, স্বতঃস্ফূর্ত এবং চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে তাদের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা খুবই সামাজিক, পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের মধুর। তারা কারও উপর নির্ভর করেন না, তারা অন্যদের চেয়ে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা উপভোগ করেন। চূড়ান্তভাবে মাল্লা দেখতে পান যে, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মেরুর মধ্যে তারা সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখেন। সুতরাং তারা শিশুসুলভ এবং পরিপক্ব, যুক্তিবাদী এবং স্বজ্ঞাত (intuitive), অনুরূপী এবং বিদ্রোহী উভয় ধরনের হতে পারেন।

THANK YOU



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০৩ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা পরিমাপ

টপিক ০৩: **ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা পরিমাপ**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা পরিমাপ করে থাকি। 'সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোক' বাছাই করার জন্য, বিভিন্ন পেশায় উপযুক্ত কর্মী নিয়োগের জন্য, মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে লোকপ্রশাসন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে অফিসার নির্বাচনের জন্য মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা, বিশেষত ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টা অতীতকাল থেকেই চলে আসছে। ব্যক্তির দৈহিক গঠন ও বাহ্যিক আচরণ লক্ষ করে তার সম্পর্কে অপরের অভিমত সংগ্রহ করে বা ব্যক্তির চিন্তা, ভাবধারা, বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা হতো। আধুনিককালে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-

- (১) প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (Projective test)
- (২) অপ্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (Non-projective test) ।

প্রক্ষেপণমূলক বা প্রতিফলন অভীক্ষা

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে একটি অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও অসংগঠিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তাকে এর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। এ প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, ব্যক্তিকে এক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়, যে পরিস্থিতি সকলের পক্ষে সমান কিন্তু তা বিভিন্ন ধরনের একাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রণোদিত করা হয়, যা সে নিজেও টের পায় না। প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষাতে দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট বস্তু বা ঘটনাকে সুস্পষ্ট বা সংগঠিত করতে গিয়ে ব্যক্তি তার নিজের চিন্তাধারা, মনোভাব, বুদ্ধিমত্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটায়। অর্থাৎ প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক দিক পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা রয়েছে। এর মধ্যে রোশাক কালির ছাপা অভীক্ষা (Rorschach Ink Blot Test) এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রোশাক বা কালির ছাপ অভীক্ষা

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অভীক্ষা হচ্ছে রোশাক অভীক্ষা। সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক হারম্যান রোশাক ১৯২১ সালে এ অভীক্ষাটি তৈরি করেন। ১০টি কালির ছাপ বিশিষ্ট কার্ড নিয়ে এ অভীক্ষা গঠিত। এ অভীক্ষাটি রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschach ink blot test) নামেও পরিচিত।

রোশাক অভীক্ষার ১০টি কালির ছাপের মধ্যে ৫টি কালো ও ধূসর বর্ণের, ২টি কালো ও লাল বর্ণের এবং বাকি ৩টি অন্যান্য বর্ণের। কার্ডগুলো ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। কার্ডগুলোর কালির ছাপ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন, কিন্তু এমন প্রকৃতির যে সেগুলোকে যেমন খুশি তেমন করে প্রত্যক্ষণ করা যায়।

পরীক্ষণপাত্রকে এক একটি করে কার্ড দেয়া হয় এবং কার্ডে সে কী দেখছে তা বলতে বলা হয়। কার্ডগুলো দেখার সময় পরীক্ষণপাত্র যতক্ষণ খুশি এবং যে ভাবে খুশি দেখতে পারে। প্রতিটি কার্ড দেখা শেষ হলে পরীক্ষণপাত্রের উত্তর হুবহু লিখে রাখা হয়। এভাবে পরীক্ষণপাত্রকে ১০টি কার্ড দেখানো শেষ হলে তাকে আবার দ্বিতীয়বার কার্ডগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থাৎ সে কার্ডে যা দেখেছে তা কার্ডের কোন্ কোন্ অংশ দেখেছে তা নির্দেশ করতে বলা হয়।

রোশাক বা কালির ছাপ অভীক্ষা

পরীক্ষণপাত্রের উত্তরগুলো তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যথা-

- ১। পরীক্ষণপাত্র কালির ছাপগুলোকে সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করছে না, অংশবিশেষ বর্ণনা করেছে।
- ২। ছবির আকৃতি, রং বা অন্য কিছু দ্বারা তার প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হয়েছে কি না।
- ৩। পরীক্ষণপাত্রের প্রত্যক্ষণে কী গতি লক্ষণীয়? অথবা সে ছবিগুলোকে মানুষ বা জন্তু হিসেবে দেখেছে; না অন্য কিছু দেখেছে।

রোশাক অভীক্ষায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার সাথে তার ব্যক্তিত্বের মোটামুটি যে সম্পর্ক তা নিম্নরূপ:

- ১। কালির ছাপ সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করলে তা বিমূর্ত চিন্তা ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ নির্দেশ করে। আর অংশবিশেষ প্রত্যক্ষণ করলে খুঁটিনাটি বা সামান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার আগ্রহকে নির্দেশ করে।
- ২। রঙের উপর প্রতিক্রিয়া অসংযত আবেগ এবং রং ও আকৃতি উভয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া সংযত ও সাবলীল আবেগ নির্দেশ করে।

রোশাক বা কালির ছাপ অভীক্ষা

৩। মানুষের ছবি বা গতিশীল মানুষের ছবি অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কালির ছাপের মধ্যে জন্তু প্রত্যক্ষণ করলে তা চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে।
রোশাক অভীক্ষায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের কোন নির্দিষ্ট ছক নেই। তাই ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা বেশ জটিল ব্যাপার। এর জন্য পরীক্ষকের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

রোশাক বা কালির ছাপ অভীক্ষা



চিত্র ২.৩ : রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষায় ব্যবহৃত কালির ছাপের নমুনা।

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা

১৯৩৫ সালে আমেরিকার ক্রিস্টিয়ানা মরগান এবং এইচ. এ. মারে (Christiana Morgan & Henry A. Murray) সর্বপ্রথম কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা প্রণয়ন করেন। এ অভীক্ষা ২০টি কার্ড নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ১৯টি কার্ড অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক এবং একটি কার্ড ফাঁকা বা সাদা [Crider et. al., ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৯৭ এবং McMahon and McMahon, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৫১৩; অবশ্য John C Ruch, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪২৭ এবং Wayne Weiten, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৩৭-এ ৩০টি কার্ডের উল্লেখ আছে (Murray, ১৯৩৮, ১৯৪৩)]। পরীক্ষণপাত্রকে একটি ছবিযুক্ত কার্ড দিয়ে সেটি অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করতে বলা হয়। গল্প লেখার ধারা হলো-ছবিটিতে কী দেখা যাচ্ছে, কী ঘটছে, ছবিতে লোকগুলো কী ভাবছে, কীভাবে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল, এর পরিণতিই বা কী ইত্যাদি। পরীক্ষণপাত্র প্রত্যেকটি ছবি থেকে একটি করে গল্প লেখার পর তাকে সাদা কার্ডটি দেয়া হয়। পরীক্ষণপাত্রকে সাদা কার্ডে একটি ছবি বা চিত্র কল্পনা করে নিয়ে সে সম্পর্কে তাকে একটি গল্প লিখতে বলা হয়।

পরীক্ষক গল্পের মূল বিষয়বস্তু বা 'থিম' উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেন এবং তা থেকে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রেষণা ও দ্বন্দ্বসমূহ খুঁজে বের করেন। পরীক্ষণপাত্র ছবিগুলো দেখে যে সকল কাহিনী রচনা করে তার মাধ্যমে পরীক্ষক পরীক্ষণ পাত্রের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব, প্রেষণা, আবেগ, কল্পনাশক্তি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি জানবার চেষ্টা করেন এবং তার সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করেন।

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষার্থীর গল্পের ধরন দেখে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের পূর্বাভাস ধরে নিতে পারেন। যেমন ব্যক্তির গল্প বলার মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয় বা অতি সাবধানতার প্রতি প্রচেষ্টা থাকলে তার মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ খুঁজতে পারেন। কোনো পুরুষ যদি অন্য পুরুষদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করে অথবা

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষার একটা বড় অসুবিধা হলো গল্পগুলো মূল্যায়নের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই এবং অভীক্ষার সাফল্যাক্ষ প্রদান ও ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানীর বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এছাড়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, দ্বন্দ্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এই অভীক্ষার জন্য পরীক্ষকের প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা



চিত্র ২.৪ : কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় ব্যবহৃত একটি কার্ড।

অপ্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা ব্যতীত ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অন্যান্য অভীক্ষাসমূহকে অপ্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ ধরনের কয়েকটি প্রধান অভীক্ষা হলো:

(ক) সাক্ষাৎকার

(খ) ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

(গ) পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা

সাক্ষাৎকার

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সামনাসামনি আসেন এবং প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে সামনাসামনি বসিয়ে তার সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর নানা ধরনের আলাপ আলোচনা করেন। এ আলাপের মাধ্যমে ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, অনুভূতি, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মোটামুটি একটি ধারণা গঠনের চেষ্টা করেন। বিভিন্নভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। যেমন-

১. পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকার: এ ধরনের সাক্ষাৎকারে কী কী প্রশ্ন করা হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সকলকে একটা নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এক্ষেত্রে আলোচনার ধারা একটা সুনির্দিষ্ট গতিতে অগ্রসর হয়।

সাক্ষাৎকার

২. অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার: এক্ষেত্রে আলোচনার গতি আগে থেকে নির্ধারণ করা হয় না। অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তরসমূহ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ ধরনের সাক্ষাৎকারের বড় ত্রুটি হলো এখানে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দ্বারা একই ব্যক্তির মূল্যায়নে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৩. চাপমূলক সাক্ষাৎকার: তীব্র চাপমূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কী ধরনের আচরণ করে তার মূল্যায়নের জন্য চাপমূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পদ্ধতি অযথা (আপাত দৃষ্টিতে) সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর উপর চাপ সৃষ্টি করে।

সাক্ষাৎকার

৪. ক্লাস্তিমূলক সাক্ষাৎকার: এ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত এবং ক্লাস্ত করা হয়। ব্যক্তি ক্লাস্ত ও অবসন্ন হলে তার মানসিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ ভেঙে পড়বে এবং তার অসংগতিগুলো ধরা পড়বে। এভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের আড়ালে লুক্কায়িত তার প্রেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মানসিক দুর্বলতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

সাক্ষাৎকার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কোনো আদর্শায়িত পন্থা নয়, এটি একটি অনুভবসিদ্ধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার উপর যেহেতু সাক্ষাৎকার নির্ভর করে, তাই এটি পক্ষপাতদোষে দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি বিচক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং তিনি যদি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অভীক্ষা হলো ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা। ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ক বহু সংখ্যক প্রশ্নমালার সমন্বয়ে এ অভীক্ষা গঠিত হয়। ব্যক্তি 'হ্যাঁ-না' বা 'সত্য-মিথ্যা'র সাহায্যে প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালার সাহায্যে কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলির মূল্যায়ন করা হয়। ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস অনুভূতি, উদ্বেগ, মানসিক স্বাস্থ্য ও উপযোগ, মূল্যবোধ, সামাজিকতা প্রভৃতি গুণাবলি এ অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান :

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

১. মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা (Minnesota Multiphasic Personality Inventory = MMPI): সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং ব্যাপক ব্যবহৃত ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা হলো মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা (MMPI)। যারা গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছে তাদের শনাক্ত করার জন্য এ অভীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে এ অভীক্ষাটি স্বাভাবিক এবং অস্বভাবী-উভয় ধরনের লোকের ব্যক্তিত্ব নিরূপণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে ৫৫০টি বাক্য (items) আছে। এ বাক্যগুলোকে অভীক্ষার্থী 'সত্য', 'মিথ্যা' এবং 'বলতে পারি না'-এ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।

MMPI-তে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা উল্লেখ করা হলো:

১. আমার মন হারিয়ে যাবার ভয়ে আমি ভীত হই।
২. আমার কার্য প্রণালিকে অন্যরা ভুল ব্যাখ্যা দিতে তৎপর।
৩. আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোককে জানতে পছন্দ করি কারণ এতে আমি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবি।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

৪. আমি নিয়মিত মূত্র ত্যাগ করি।
৫. আমি যখন ঘুমাই তখন আমি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখি না।
৬. আমার দেহ কখনো একটি অশুভ শক্তি দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়।
৭. জনসমক্ষে আমি মাঝে মাঝে দেখি লোকজন আমাকে কেন্দ্র করে কানাঘুসা করছে।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের (items) প্রতিক্রিয়া দু'ধরনের মানকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। যথা : যথার্থতা মানক (Validity scale) ও চিকিৎসা মানক (Clinical scale)। অনেক সময় ব্যক্তি নিজেকে বেশি করে প্রকাশ করার জন্য মিথ্যা উত্তর করে অথবা তারা বিক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। এ প্রবণতা পরিমাপের জন্য যথার্থতা মানক ব্যবহার করা হয়। আর মানসিক প্রবণতা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা মানক। চিকিৎসা মানকের সাহায্যে (১) চিন্তানুভূতি, (২) বিষণ্ণতা, (৩) তড়কা, (৪) সমাজ বিচ্যুত মানসিক ব্যাধি (৫) পুরুষালী-মেয়েলীপনা, (৬) সন্দেহবাদিতা, (৭) মানসিক অবসাদ, (৮) সিজোফ্রেনিয়া, (৯) উল্লাসাদিক্য, (১০) সামাজিক অন্তর্মুখিতা-অস্বাভাবী আচরণের এ ১০টি বৈশিষ্ট্য বা দিক পরিমাপ করা হয়।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

নিচে MMPI মানক ও উচ্চ সাফল্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

মানক এবং শব্দ সংক্ষেপ	উচ্চ সাফল্যের ব্যাখ্যা
ক. যথার্থতা মানক (Validity Scale)	
১. বলতে পারে না (?) (cannot say)	অভীক্ষার্থী দোদুল্যমানতা বা অনিশ্চয়তায় ভোগে।
২. মিথ্যা (Lie = L)	অভীক্ষার্থী নিজেকে আদর্শবাদী বা বেশি সাধু হিসেবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে।
৩. পৌনঃপুনিকতা (Frequency = F)	অভীক্ষার্থী হতভয় হয়ে পড়ে এবং এলোমেলো উত্তর দেয়। অথবা প্রতারণার চেষ্টা করে।
৪. সঠিকতা (Correction = C)	অভীক্ষার্থী রক্ষণাত্মক হয় এবং দুর্বোধ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।
খ. চিকিৎসামানক (Clinical Scale)	
১. চিন্তানুসৃততা (Hypochondriasis = HS)	নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবাস্তব উদ্বেগ প্রকাশ করে।
২. বিষণ্ণতা (Depression = D)	নিজেকে অসুখী, বিষণ্ণ এবং নিরাশ মনে করে।
৩. তড়কা (Hysteria = Hy)	ভীষণ মনস্তাত্ত্বিক চাপ এড়ানোর জন্য বিভিন্ন শারীরিক রোগের আশ্রয় নেয়।
৪. সমাজ বিচ্যুত মানসিক ব্যাধি (Psychopathic deviate = Pd)	অসামাজিক ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, সামাজিক নিয়মকানুন ভঙ্গ করা, সামাজিক সম্পর্কের অভাব।
৫. পুরুষালী-মেয়েলীপনা (Masculinity—Femininity = Mf)	বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ ও আচরণ প্রদর্শন করা।
৬. সন্দেহবাদিতা (Paranoia = Pa)	প্রবল এবং অযৌক্তিক সন্দেহ এবং নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা।
৭. মানসিক অবসাদ (Psychasthenia = Pt)	আশঙ্কাজনক, অনমনীয় ও অযৌক্তিক চিন্তা এবং পৌনঃপৌনিক আচরণ।
৮. সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia = Sc)	বাস্তব থেকে অপসারণ, আত্মকেন্দ্রিক, অলীকবীক্ষণ প্রত্যক্ষণ, সমাজবিমুখ।
৯. উল্লাসাদিক্য (Hypomania = Ma)	কোনো কারণ ছাড়াই উল্লাস ও উত্তেজনা, অধিক সক্রিয়।
১০. সামাজিক অন্তর্মুখিতা (Social introversion = Si)	সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া, লোকসঙ্গ এড়িয়ে চলা, লাজুক এবং নিজেকে নষ্ট করা।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

২. ক্যালিফোর্নিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালা (California Psychological Inventory = CPI): এ অভীক্ষাটির গঠন অনেকটা MMPI-এর মতো। এ অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির সাধারণ সংলক্ষণ পরিমাপ করা হয়, মানসিক রোগ প্রবণতা নয়। এতে ৪০০টি বাক্য (items) আছে। এগুলো সত্য না মিথ্যা তা উল্লেখ করতে হয়। এ অভীক্ষার সাহায্যে প্রাধান্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, সামাজিকতা, দায়িত্ব, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়।

এ ১৮টি বৈশিষ্ট্যকে আবার ৪টি দলে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(ক) সামাজিক ভারসাম্য, প্রভুত্ব এবং আত্মনির্ভরশীলতার পরিমাপ।

(খ) সামাজিকীকরণ, পরিপক্বতা এবং দায়িত্ববোধের পরিমাপ।

(গ) কৃতি অর্জনের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা এবং বুদ্ধির দক্ষতা পরিমাপ।

(ঘ) চিন্তার ধরন এবং জীবনমুখিতা।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

ক্যালিফোর্নিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালা মানক :

১. প্রাধান্য বিস্তার (Dominance)
২. মর্যাদার ক্ষমতা (Capacity for Status)
৩. সামাজিকতা (Sociability)
৪. সামাজিক উপস্থিতি (Social presence)
৫. আত্মনির্ভরশীলতা (Self - acceptance)
৬. কুশলের ধারণা (Sense of well-being)
৭. দায়িত্ববোধ (Responsibility)
৮. সামাজিকীকরণ (Socialization)
৯. আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control)
১০. সহিষ্ণুতা (Tolerance)

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

১১. সুন্দর অভিব্যক্তি (Good impression)
 ১২. সাম্প্রদায়িকতা (Communality)
 ১৩. অনুরূপতার মাধ্যমে কৃতি অর্জন (Achievement via conformity)
 ১৪. স্বাধীনতার মাধ্যমে কৃতি অর্জন (Achievement via independence)
 ১৫. বুদ্ধির দক্ষতা (Intellectual efficiency)
 ১৬. মনস্তাত্ত্বিক মননশীলতা (Psychological mindedness)
 ১৭. নমনীয়তা (Flexibility)
 ১৮. মেয়েলীভাব (Femininity)
- ক্যালিফোর্নিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রদত্ত ১৮টি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

৩. আলপোর্ট-ভার্নন-লিন্ডজি মানক (Allport-Vernon-Lindzey Scale = AVL): ব্যক্তির মূল্যবোধ পরিমাপের জন্য আলপোর্ট-ভার্নন-লিন্ডজি (AVL) মানক একটি বহুল ব্যবহৃত মানক। ১৯৩১ সালে অভীক্ষাটি প্রথম প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৫১ ও ১৯৬০ সালে যথাক্রমে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। AVL মানকের সাহায্যে ৬ ধরনের মূল্যবোধ পরিমাপ করা যায়। এগুলো হলো- তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সৌন্দর্য। মানকটির দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে আছে ৩০ জোড়া বিতর্কিত উক্তি বা প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে দেয়া বাক্স দুটিতে অভীক্ষার্থীকে তার পছন্দ অনুসারে সঠিক সংখ্যা লিখতে হয়।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

কোনো কোনো উক্তি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ আকর্ষণীয় অথবা অনাকর্ষণীয় হতে পারে। তবে সেই উক্তিটিই তাকে বেছে নিতে হবে যা তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ৩ পয়েন্ট দেয়া আছে। আকর্ষণীয় ও অনাকর্ষণীয়তার মাত্রা অনুসারে পয়েন্ট ৪ ভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে:

যেমন-

(১) ক = ৩, খ = ০

(২) ক = ০, খ = ৩

(৩) ক = ২, খ = ১ অথবা

(৪) ক = ১, খ = ২

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

AVL মানকের প্রথম অংশের কয়েক প্রশ্নের নমুনা নিম্নরূপ:

১. বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য এর ব্যবহারিক প্রয়োগ নয় বরং সত্যকে উদঘাটন করা।
(ক) হ্যাঁ, (খ) না।
২. কোনো ধর্মগ্রন্থকে সামগ্রিকভাবে এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা পৌরাণিক সৌন্দর্য এবং সাহিত্যিক উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। (ক) হ্যাঁ, (খ) না।
৩. মানব জাতির উন্নতির পিছনে নিম্নের কোন্ ব্যক্তি বেশি অবদান রেখেছে বলে আপনি মনে করেন। (ক) এরিস্টটল, (খ) আব্রাহাম লিংকন।
৪. পর্যাপ্ত সামর্থ্য আছে ধরে নিয়ে নিম্নের কোন পর্যায়টিকে আপনি বেশি পছন্দ করবেন। (ক) ব্যাংকার (খ) রাজনীতিবিদ।
৫. নিচের শিক্ষার দুটি শাখার মধ্যে কোন্ট শেষ পর্যন্ত মানবজাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আপনি মনে করেন। (ক) অংক শাস্ত্র, (খ) ধর্মতত্ত্ব।

AVL মানকের দ্বিতীয় অংশে আছে ১৫টি উক্তি বা প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য ৪টি উত্তর দেয়া আছে। প্রতি প্রশ্নের জন্য ১০ পয়েন্ট বরাদ্দ রয়েছে। ৪টি সম্ভাব্য উত্তরের ক্ষেত্রে ১০ পয়েন্ট এভাবে বণ্টন করতে হবে যে, সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় উত্তরের জন্য ৪ পয়েন্ট, দ্বিতীয় পছন্দনীয় উত্তরের জন্য ৩, তৃতীয়টির জন্য ২ এবং অবশিষ্ট উত্তরের জন্য ১ পয়েন্ট।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা

দ্বিতীয় অংশের কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা নিম্নরূপ:

১. একটি উত্তম সরকারের প্রধান লক্ষ্য কী হওয়া উচিত:

(ক) দুঃস্থ, অসুস্থ এবং বয়স্কদের অধিক সাহায্য।

(খ) নির্মাণ ও ব্যবসায় উন্নতি সাধন।

(গ) এর কার্যাবলি এবং কূটনীতিতে সর্বোচ্চ নৈতিকতার প্রকাশ।

(ঘ) সম্মান এবং শ্রদ্ধাযুক্ত অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

২. ব্যবসাতে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি কীভাবে তার ছুটির দিন কাটাবে :

(ক) গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক পড়ে নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা।

(খ) গলফ বা দৌড়ে জেতার চেষ্টা করা।

(গ) উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে যাওয়া।

(ঘ) ধর্মোপদেশ শোনা।

এগুলো ছাড়াও বেল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রশ্নমালা, মোজলে ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা, ইপিপিএস প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা রয়েছে।

পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা

পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষাতে ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব যাচাই করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে লোক নিয়োগের জন্য এ অভীক্ষার ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিত্বের গুণাবলি বাস্তব পরিস্থিতির নিরীখে যাচাই করে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বের যোগ্যতা যাচাই করা হবে। ঐ ব্যক্তিকে কোনো সমস্যা জর্জরিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। পরীক্ষক তার কার্যাবলি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করবে। যদি সে ঐ এলাকার লোকজনদের মাঝে সমঝোতা এনে উক্ত সমস্যার সার্থক সমাধান দিতে পারে, তাহলে তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিরাজমান বলে ধরা হবে। সততা যাচাইয়ের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি বালককে একটি নিরিবিলি কক্ষে এনে তাকে থলে ভর্তি টাকা দিয়ে এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার নোট আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখতে বলা হলো। পরীক্ষক আগে থেকেই মোট নোটের সংখ্যা গণনা করে রেখেছিলেন। অনেকগুলো টাকার নোট দেখে বালকটি দুই একটি নোট গোপন করতে পারে। আর তা যদি করে, তাহলে বালকটির অসৎ ও লোভী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

THANK YOU



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০৪ পেপার-পেন্ডিল অভীক্ষা

টপিক ০৪: পেপার-পেন্সিল অভীক্ষা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষা হচ্ছে সাধারণত প্রশ্নমালা বা তালিকা (Questionnaires or Inventories) যা প্রশ্ন করা অথবা সাধারণ বাক্যের মাধ্যমে হ্যাঁ বা না, সত্য বা মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা। এগুলো ব্যাপকভাবে মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এগুলো বড় দলের লোকের ওপর সুলভে এবং তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

মূল্যায়নের একটি দক্ষ পদ্ধতি

পেপার-পেন্সিল সরঞ্জাম বলতে মূল্যায়নের সরঞ্জাম বা উপকরণের সাধারণ শ্রেণিকে বোঝায় যাতে প্রার্থীরা প্রশ্ন পড়তে পারে ও লিখিত আকারে জবাব দিতে পারে। এটা বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান ও দক্ষতা অভীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নমালা, যেমন ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহ প্রশ্নমালা।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষা চাকরি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং সামর্থ্য অথবা দক্ষতা যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেপার-পেন্সিল অভীক্ষায় যে সম্ভাব্য যোগ্যতাসীমা মূল্যায়ন করা হবে তা বেশ বিস্তৃত পরিসরের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এমন অভীক্ষা অফিস সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে শুরু করে আইন প্রণয়ন পর্যন্ত যে কোনো প্রকার জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে পারে এবং নির্দেশনা অনুসরণের সমর্থ থেকে শুরু করে সংখ্যাচক সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য পর্যন্ত মূল্যায়ন করতে পারে। কারণ পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার মাধ্যমে একই সময়ে অনেক প্রার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়, তাই এ প্রকার অভীক্ষাকে মূল্যায়নের দক্ষ পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

মূল্যায়নের একটি দক্ষ পদ্ধতি

সমস্ত প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতি অবশ্যই যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে। নিম্নের চারটি ধাপ নিশ্চিত করে যে, পেপার-পেন্সিল অভীক্ষা এ তথ্য সরবরাহ করে।

ধাপ-১

কাজের বিষয় তালিকাভুক্তিকরণ।

ধাপ-২

উত্তরের ধরন, প্রশ্নের সংখ্যা, সময়সীমা এবং কাঠিন্য স্তর সুনির্দিষ্টকরণ।

ধাপ-৩

প্রশ্ন লিখন ও স্কোরিং নির্দেশিকার উন্নয়ন।

ধাপ-৪

প্রশ্ন ও স্কোর নির্দেশিকার (Scoring guide) পর্যালোচনা।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

ধাপ-১

কাজের বিষয় তালিকাভুক্তিকরণ (Listing topic areas/tasks)

অভীক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান/সামর্থ্য যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হবে তার প্রতিটির জন্য কাজের পরিধি বা বিষয় তালিকাভুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের নাম চিহ্নিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যোগ্যতার জন্য যে আলোচনার বিষয়বস্তু আলোচিত হবে (অফিস কার্যক্রমের জ্ঞান) তা চিঠিপত্র আদান প্রদানের জ্ঞান, ফাইল প্রস্তুতকরণের জ্ঞান ও ভ্রমণ আয়োজনের জ্ঞান। অথবা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য যে কাজ করতে হবে (সংখ্যাবাচক সমস্যা সমাধান) তা হতে পারে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার সামর্থ্য।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

ধাপ-২

উত্তরের ধরন, প্রশ্নের সংখ্যা, সময়সীমা ও কাঠিন্য স্তর সুনির্দিষ্টকরণ (Specifying the response format, number of questions, the time limit and difficulty level)

তোমাদের অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন লিখার পূর্বে কিছু বিষয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেমন উত্তরের ধরন, প্রশ্নের সংখ্যা, সময়সীমা ও কাঠিন্য স্তর (difficulty level)।

কোন শ্রেণির উত্তরের ধরন আমার পছন্দ করা উচিত?

সবচেয়ে সাধারণ তিনটি উত্তরের ধরন হলো:

(ক) বহুনির্বাচনি

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং

(গ) রচনামূলক।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

(ক) বহুনির্বাচনি (Multiple-choice)

বহুনির্বাচনি উত্তরের ধরনে বহু সংখ্যক আলোচনার বিষয়বস্তু/কাজ একই অভীক্ষায় আলোচনা করা যেতে পারে এবং প্রশ্নগুলোতে নম্বর পাওয়া সহজ, কারণ সকল সম্ভাব্য উত্তর কিছু প্রার্থী কর্তৃক অবশ্যই পছন্দকৃত হতে হবে। তবে ভালো প্রশ্ন লেখা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানের ধরন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের মতো। বহু সংখ্যক বিভিন্ন আলোচনার বিষয়বস্তু/কাজ একই অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এ প্রশ্নগুলোর সহজে উত্তর করা যায় ও নম্বর পাওয়া সহজ। অধিকন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর লিখতে বহুনির্বাচনির তুলনায় কম সময় প্রয়োজন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর (Short-answer)

সংক্ষিপ্ত উত্তরের ধরনে একই অভীক্ষায় বহুসংখ্যক বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়/কাজ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এ প্রশ্নগুলোতে নম্বর তোলা সহজ। অধিকন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর লিখতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের তুলনায় কম সময় প্রয়োজন।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

(গ) রচনামূলক (Essay)

রচনামূলক উত্তরের ধরনে একই অভীক্ষায় শুধুমাত্র কতিপয় আলোচ্য বিষয়/কাজ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এ অভীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে সময়ের প্রয়োজন। যাহোক ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। রচনামূলক প্রশ্ন লিখতে কম সময় লাগে কিন্তু নম্বর পাওয়ার জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয়।

যদিও প্রথম দৃষ্টিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ধরনটি তুলনামূলকভাবে সহজ ও যৌক্তিক পছন্দ মনে হতে পারে, তবুও ভালো বহুনির্বাচনি প্রশ্ন লিখন কঠিন কাজ। তোমাদের এ শ্রেণির উত্তরের ধরন পছন্দ করা উচিত যদি তুমি প্রশ্নগুলো পরিমার্জন, পর্যালোচনা এবং সংশোধন ও মানোন্নয়নের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে রাজি থাক। যদি প্রশ্নের গভীরতায় বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ কর তাহলে রচনামূলক উত্তরের ধরনটি বেছে নাও।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

আমার কতগুলো প্রশ্ন দরকার?

তোমার জন্য যে সংখ্যক প্রশ্ন দরকার তা প্রশ্নের পরিসর ও গভীরতা এবং আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করবে। সাধারণত আলোচনার বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ হয় তত বেশি প্রশ্ন হওয়া উচিত। প্রথমত প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় থেকে তোমাকে কতিপয় প্রশ্ন লিখতে হবে যাতে চূড়ান্ত অভীক্ষায় তুমি সর্বোত্তমটি পছন্দ করতে পার।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ধরনে ৩০টি প্রশ্নই যথেষ্ট। যদি তুমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা রচনামূলক প্রশ্নের ধরন বেছে নিতে চাও তাহলে খুব অল্প সংখ্যক প্রশ্নের প্রয়োজন হবে।

কতখানি সময় আমার দেয়া উচিত?

কাজের গতি যদি মূল্যায়িত না হয় তাহলে অধিকাংশ প্রার্থীর জন্য বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে উত্তর শেষ করা বাঞ্ছনীয়। বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য সাধারণ নির্দেশিকায় প্রতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এক মিনিট সময় মঞ্জুর করা যায়। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ও রচনামূলক প্রশ্নের জন্য প্রশ্নের জটিলতার ওপর সময় নির্ধারিত হবে। যদি তুমি এ ব্যাপারে সন্দেহ কর তাহলে পূর্বেই অভীক্ষা চালিয়ে সময়সীমা বেঁধে দাও।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

প্রশ্ন কত কাঠিন হওয়া উচিত?

সম্ভাব্য প্রার্থীর সংখ্যা ও পদের জন্য চাকরির কৃতিত্ব স্তর উভয়টিকে তোমার বিবেচনায় আনতে হবে। প্রশ্নসমূহের একটি কাঠিন্য স্তরের পরিসীমা থাকা উচিত। অসফলভাবে যোগ্য ও সফলভাবে যোগ্য প্রার্থীকে আলাদা করতে সকল প্রকার প্রশ্ন করার চেষ্টা করা উচিত।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

ধাপ-৩

প্রশ্ন লিখন ও স্কোরিং নির্দেশিকার উন্নয়ন (Writing the questions and developing the scoring guide)

সকল প্রশ্ন অর্থবহ তথ্যকে টোকা দেয়া উচিত। প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত ভাষার স্তর পদের প্রয়োজনের জন্য যথাযথ হওয়া উচিত। প্রশ্ন সর্বদা শাব্দিক অর্থ বহন করবে এমনটি হওয়া উচিত নয়। প্রশ্নে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেখাচিত্র, লেখচিত্র অথবা সারণি/ছক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রত্যেক প্রশ্ন লিখার সময় উত্তরও প্রস্তুত করতে হবে, প্রত্যেক প্রকার প্রশ্নের জন্য নম্বর নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং স্কোর প্রাপ্তির নিয়মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা নিশ্চিত করে যে, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি উত্তর আছে। এটা প্রত্যেক প্রশ্নের কত নম্বর হওয়া উচিত তা নির্ধারণে সহায়তা করে যাতে প্রার্থীরা প্রতি প্রশ্নের পিছনে কত সময় ব্যয় করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য আরোপিত নম্বর প্রশ্নসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটায়।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

(ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য স্কোর নির্দেশিকা অবশ্যই স্কোরিং কী (Scoring Key) কে অন্তর্ভুক্ত করবে যা সঠিক উত্তরটিকে নির্দেশ করবে এবং এটা সঠিক উত্তরটির জন্য যৌক্তিক ভিত্তি অথবা ব্যাখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি অনুমান করার জন্য নম্বর হ্রাস করা হয় তা অবশ্যই নির্ধারিত হওয়া উচিত ও প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা স্বরূপ বিবৃত হওয়া উচিত।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নের জন্য স্কোর নির্দেশিকায় পূর্ব নির্ধারিত নম্বর প্রাপ্তির নিয়ম ও নম্বর বণ্টন অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পয়েন্ট আপেক্ষিক নম্বর বণ্টনের সাথে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

পেপার-পেন্সিল অভীক্ষার উন্নয়ন

(গ) রচনামূলক

রচনামূলক প্রশ্নের জন্য স্কোর নির্দেশিকায় পূর্ব নির্ধারিত নম্বর প্রাপ্তির নিয়ম ও নম্বর বণ্টন অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। উত্তরের প্রধান প্রধান দিক নির্দেশনা তাদের আপেক্ষিক নম্বর বণ্টনের সাথে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। ব্যাকরণজনিত ভুল, বানান ও বিরাম চিহ্নে ভুলের জন্য যদি নম্বর কাটা যায় তা প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনায় বিবৃত করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্ন একেবারে স্বচ্ছ হওয়া উচিত যাতে করে পরীক্ষকরা উত্তরের বৈচিত্র্যের জন্য নম্বর প্রদান করবেন কিনা তা বিচার করতে পারেন।

THANK YOU



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

১। Persona কোন ধরনের শব্দ?

ক. জার্মান শব্দ

খ. ইংলিশ শব্দ

গ. ল্যাটিন শব্দ

ঘ. জাপান শব্দ

২। Persona শব্দটির অর্থ কী?

ক. ব্যক্তিত্ব

খ. মুখোশ

গ. মানুষ

ঘ. প্রাণী

৩। "ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির মনোদৈহিক প্রক্রিয়াসমূহের এক গতিময় সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অনবদ্য অভিযোজন নির্ধারণ করে।"-সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক. গর্ডোন আলপোর্ট

খ. ওয়ালটার মিশেল

গ. মান

ঘ. বাসকিস্ট এবং জারবিং

৪। ব্যক্তিত্ব হলো সময় ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আচরণ ও চিন্তার এক বিশেষ ধরন যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. গর্ডোন আলপোর্ট

খ. ওয়ালটার মিশেল

গ. মান

ঘ. বাসকিস্ট এবং জারবিং

৫। শেল্ডন দৈহিক টাইপগুলোর সাথে সংগতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বকে কয় ভাগে বিভক্ত করেন?

ক. ৩

খ. ৪

গ. ৫

ঘ. ৬

৬। ব্যক্তিত্বের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে 'সেন্টিমেন্ট' নামক এক ধরনের মেটা আর্গ। এটি কার মতবাদ?

ক. আলপোর্ট

খ. ক্যাট্রেল

গ. ফ্রয়েড

ঘ. কার্ল রোজার্স

৭। সাহিত্যিক কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব?

ক. অন্তর্মুখী

খ. বহির্মুখী

গ. উভয়মুখী

ঘ. অস্বভাবী

৮। যারা খেলাধুলা করে তারা কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী?

ক. অন্তর্মুখী

খ. বহির্মুখী

গ. উভয়মুখী

ঘ. অস্বভাবী

৯। কোন মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব কাঠামোকে আত্ম-ধারণা হিসেবে দেখেছেন?

ক. ওয়ালটার মিশেল

খ. আলবার্ট বান্দুরা

গ. কার্ল রোজার্স

ঘ. আব্রাহাম মাসলো

১০। আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি হলো তারা যারা ব্যতিক্রমধর্মী সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে-মস্তব্যটি কার?

ক. ওয়াল্টার মিশেল

খ. আলবার্ট বান্দুরা

গ. কার্ল রোজার্স

ঘ. আব্রাহাম

১১। কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা কয়টি কার্ড নিয়ে গঠিত?

ক. ১৮টি

খ. ১৯টি

গ. ২০টি

ঘ. ২১টি

১২। একত্রে কয়েকটি চিঠির শ্রুতলিখন দিতে পারাকে বলে।

ক. মৌলিক সংলক্ষণ

খ. গৌণ সংলক্ষণ

গ. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ

ঘ. বাহ্যিক সংলক্ষণ

১৩। সুগঠিত পেশি, অস্থি প্রধান ব্যক্তি এবং দেহ ও মনের দিক থেকে এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ এরা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?

ক. অ্যাসথেনিক

খ. অ্যাথলেটিক

গ. পিকনিক

ঘ. সিজোয়েড

১৪। কে বহু সংখ্যক ব্যক্তির নগ্নদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?

ক. গর্ডোন আলপোর্ট

খ. আরনেস্ট ক্রেৎসমার

গ. উইলিয়াম শেল্ডন

ঘ. আন্দ্রে রিচার্ড

১৫। ক্যাটেল প্রদত্ত ব্যক্তিত্ব নির্দেশক তালিকা কয়টি সংলক্ষণ রয়েছে?

ক. ১৬

খ. ১৭

গ. ১৮

ঘ. ১৯

THANK YOU



HSC একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ব্যক্তিত্ব

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: **ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ক <input type="checkbox"/> খ
	<input type="checkbox"/> গ <input type="checkbox"/> ঘ

দৃশ্যকল্প-১: আনিস চেহারায় গোলগাল, মিশুক ও আরামপ্রিয়। সে সর্বদাই অন্যের ভালবাসা ও প্রশংসা পেতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : আমিন সুঠাম দেহের অধিকারী। তার কাঁধ ও বুক-চওড়া। সে কাজেকর্মে প্রভুত্বপ্রিয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী।

(ক) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও।

(খ) সামাজিক ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদেরকে সাইক্লয়েড বলা হয় কেন?

(গ) আনিসের মধ্যে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "আমিনের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ রয়েছে।"-উক্তিটির সার্থকতা যাচাই কর।

[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮]

জনাব মেহের তার অফিসের জন্য ১০ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে সামনাসামনি বসে পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে লাবলু ও মুকুলকে নির্বাচন করলেন। কিছুদিন পর মেহের লক্ষ্য করলেন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে লাবলু ও মুকুল দুধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। লাবলু খুব চিন্তাশীল ও সৃজনশীল। পক্ষান্তরে মুকুল খুব সহজে অন্যের সাথে মিশতে পারে, অন্যের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

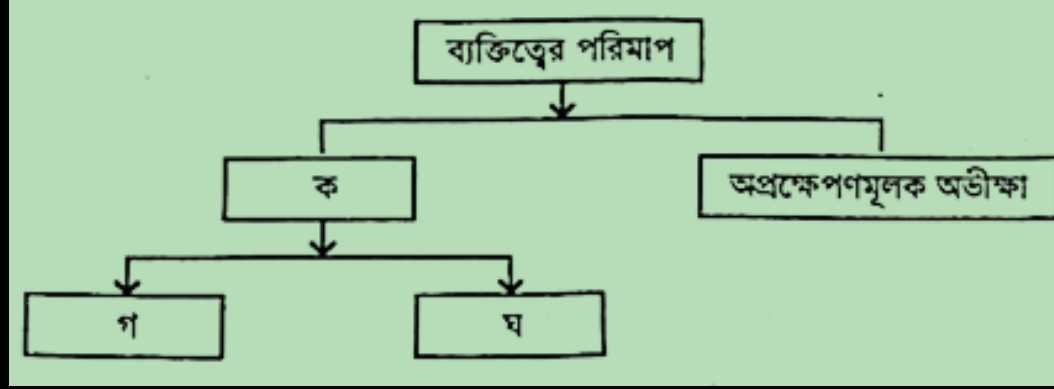
(ক) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও।

(খ) পৃথিবীর সকল মানুষই পরস্পর আলাদা কীভাবে?

(গ) জনাব মেহের তার অফিসের জন্য মুকুল ও লাবলুকে কোন পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচন করলেন? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে লাবলু ও মুকুলের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।

[ঢাকা, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯]



(ক) ব্যক্তিত্ব কী?

(খ) ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(গ) চিত্রের 'ক' চিহ্নিত অভীক্ষাটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে প্রদর্শিত 'গ' এবং 'ঘ' চিহ্নিত অভীক্ষাদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

[রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]

THANK YOU